চিরবিদ্রোহী ভাসানী

বিপ্লব ফারুক

চিরবিদ্রোহী ভাসানী

বিপ্লব ফারুক

মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক

লায়ন আ.ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা ২০০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

আক্কাস/ শিপন

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার
৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

৭৫ টাকা মাত্র

ISBN

984-8613-76-5

Chiro Bidrohi Bhasani By Biplob Faruq
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Shrish Das Lane (Banglabazar), Dhaka 1100.

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

আলহাজ্ব মুজিবর রহমান মন্ডল

স্থানীয় সাবেক জনপ্রতিনিধি

ছোট মামাকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বুলবুল খান মাহবুব
ওয়াহেদুজ্জামান মতি
ইরফানুল বারী
মোহাম্মদ হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো। সেই স্বাধীনতার সূর্যটা ফিরিয়ে পাবার জন্যে আমাদেরকে দু'শ পঁচিশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। বীর বাঙালি জাতির সন্তান কেউ কেউ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছে, কারাবরণ করেছে, নির্যাতিত হয়েছে, তারপরও তাঁরা মাথানত করেনি। হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করেছে স্বাধীনতার সূর্যটা ফিরিয়ে পাবার জন্যে। বাঙালিরা যুগে যুগে শোষণ, ত্রাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

আমরা সেই বীরের জাতি, বাঙালি জাতি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষার জন্যে আমাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে। জীবন দিতে হয়েছে। বিশ্বের আর কোনো দেশের ইতিহাসে এমন গৌরবগাথা বীরত্বের ঘটনা ঘটেনি।

আমরা দু'শ পঁচিশ বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ১৯৭১ সালে মাত্র ৯ মাস যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছি। বিশ্বের আর কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এমন গৌরবগাথা বীরত্ব নেই। তারা যুগের পর যুগ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তারপর স্বাধীনতা ফিরিয়ে পেয়েছে। আর আমরা মাত্র ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি।

সেই বীর বাঙালির বাংলাদেশে এক অবিসংবাদিত বীরপুরুষ, মাটির মানুষের নেতা, বিশ্বের নিপীড়িতের আপনজন ও আধ্যাত্মিক সাধক জন্মেছিলেন? বলেন তো দেখি, তিনি কে? আপনারা অবশ্যই তাঁর নাম বলতে পারবেন।

: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

আমি আপনাদেরকে তাঁর আপসহীন সংগ্রামী জীবনের গল্প শোনাতে চাই। তাঁর জীবন সম্পর্কে আপনারা অবহিত হলে তাতে আপনারা জীবন সত্য-সুন্দর ও সংগ্রামী চেতনায় গড়ে তুলতে পারবেন। তাঁর সুদীর্ঘকালের সংগ্রামী রাজনৈতিক আদর্শে আপনারা গড়ে উঠলে সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ হবে।

তখন ব্রিটিশ শাসনামল। পরাধীনতার গ্লানির অগ্নিজ্বালা ভারতবর্ষের জনগণের মনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তদানীন্তন মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা। এই সিরাজগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রামের নাম, ধানগড়া। এই ধানগড়ায় বাস করেন হাজী শরাফত আলী খান। তিনি ধর্মপ্রাণ মানুষ।

www.pathagar.com

১৮৮০ সাল। ১২ ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যা রাতে হাজী শরাফত আলী খানের গৃহে একটি ফুটফুটে শিশু জন্ম নিলো। হাজী শরাফত আলী খান ও তাঁর পর্দানসীন পরহেজগার স্ত্রী শিশু সন্তানের নাম রাখলেন, আব্দুল হামিদ খান। ডাক নাম রাখলেন, চেগা মিয়া। এই চেগা মিয়া বাবা-মায়ের অকৃত্রিম স্নেহাদরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটতে শিখলো। বাবা, মা, দাদা, দাদী বোলে নানা কথা বলতেও শিখলো।

স্নেহময়ী মায়ের কোল ছেড়ে যখন চেগা মিয়া কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারে তখন রাজ্যের বোলও শিখে ফেলেছে। চেগা মিয়ার আরেকটি ভাই জন্ম নিলো। তার নাম রাখা হলো, আমীর আলী খান।

চেগা মিয়া ৪ বছরে পা দিলে তার আরেকটি ভাই জন্ম নিলো। বাবা হাজী শরাফত আলী খান পুত্রের নাম রাখলেন, ইসমাইল খান। চেগা মিয়ার বয়স যখন ৬ বছর তখন তার একটি বোন জন্ম নিলো। এই বছরই তার বাবা হাজী শরাফত আলী খান মারা গেলেন।

পিতৃহীন সংসারে তারা ৪ ভাইবোন মায়ের স্নেহাদরে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে।

গ্রামের সবাই আব্দুল হামিদ খানকে চেগা মিয়া বলে ডাকে। স্নেহময়ী মাও আদর করে ডাকেন, চেগা। চেগা শব্দটি যেনো কেমন আদুরে আদুরে!

দুরন্ত স্বভাবের চেগা মিয়া গ্রামের সহপাঠীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। বিলে জাল ও পলো দিয়ে মাছ ধরে। পিতৃহীন আটপৌরে সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে চেগা মাঠে গরু ছাগল চড়ায়। দিন মজুরের মতো কাজ করে।

চৈত্র মাস। খাঁ খাঁ রোদ্দুর। দুপুর বেলা, চেগা মিয়া বসে আছে ধানগড়া গ্রামের কাঁচা রাস্তার পাশে একটি বড় আমগাছের ছায়ায়। মাঠে ধানক্ষেত নিড়াচ্ছে কৃষকরা। রোদে কৃষকদের চামড়া পুড়ে পুড়ে শরীরটা কয়লার মতো হয়ে গেছে। চেগা মিয়া এই সব খেটে খাওয়া বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষ নিয়ে ভাবে। তার মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, এদের এতো দুঃখ-কষ্ট কেনো? কাজ করে, ফসল ফলায়! তারপরও এতো দরিদ্র কেনো? অবুঝ সবুজ মনে কিশোর চেগা মিয়া কোনো উত্তর খুঁজে পায় না।

সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করে চেগা মিয়া ১১ বছরে পা দিলো। এই বছর তার স্নেহময়ী মা ছোট ছোট সন্তান রেখে মারা গেলেন। মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেলো চেগা মিয়া। মাতৃশোকে তার বুকটা চৌচির হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

হায়রে, বিধি! মাতৃশোক ভুলতে না ভুলতেই চেগা মিয়া আপন দু'ভাই আমীর আলী খান ও ইসমাইল খানকে হারালো। তারা মৃত্যুবরণ করলো। আপন দু'ভাইকে হারিয়ে চেগা মিয়া শোকের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। সংসারে তার একমাত্র ছোট বোন বেঁচে র'লো। বাবা-মা ও ভাইদের হারিয়ে চেগা মিয়া ছোট বোনকে কোলে নিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখতে পেলো।

মরহুম শরাফত আলী খানের ভাই ইব্রাহিম খান এতিম ভাতিজা/ ভাতিজির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন। ভাতিজা চেগা মিয়াকে সিরাজগঞ্জের এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন। শুরু হলো চেগা মিয়ার ছাত্র জীবন। মাদ্রাসায় পড়তে এলে চেগা মিয়ার ডাক নাম ঢাকা পড়ে গেলো। ছাত্র শিক্ষকের কাছে সে পরিচিত হয়ে উঠলো, আব্দুল হামিদ খান নামে।

এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলানা আব্দুল বাকী এতিম হামিদকে খুব স্নেহ করেন। তার পড়াশোনার খোঁজ-খবর নেন। যাতে হামিদ আত্মীয়-স্বজন হারাবার শোক ভুলে গিয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে। তার জন্য মওলানা আব্দুল বাকী সব সময় হামিদকে উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু হামিদের অশান্ত মন ধরাবাঁধার পড়াশোনায় শান্তি খুঁজে পায় না। তার মন শান্তি খোঁজে বাধা নিষেধ নেই যেখানে, সেখানে। তাই হামিদ শান্তির খোঁজে ছুটে আসে দূর দিগন্তের খোলা মাঠে।

কিশোর হামিদ কোথাও যাত্রা বা কবি গানের আসর হবে, শুনলেই ছুটে আসে দেখতে, শুনতে। বাউল ও কবিয়ালের দল দেখলে হামিদ জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট ও নিঃসঙ্গতা ভুলে যায়। হামিদ মাদ্রাসায় পড়লে কি হবে, সে ভালো অভিনয়ও জানে। দরাজ সুরে গান গাইতে পারে। দশ গ্রামের লোকজন তাকে কবিয়াল হিসেবেও চেনে।

গ্রামে যাত্রা হলে, সে যাত্রায় অভিনয় করতে দেখা যায় হামিদকে। কবি গানের আসর বসলে সেখানেও গান গাইতে দেখা যায়। মাদ্রাসার পড়াশোনায় কদম মন নেই তার। চাচা ইব্রাহিম খান ভাতিজা হামিদকে নিয়ে মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলার জন্য শাসন করতে লাগলেন।

হামিদ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সাহসী ও প্রচন্ড শক্তিশালী। হামিদ লাঠি খেলায় সুদক্ষ। তার সঙ্গে প্রবীণ লাঠি খেলোয়াড়রা লাঠি খেলায় হেরে যায়। কদিন এক প্রবীণ লাঠি খেলোয়াড় হেরে গিয়ে হামিদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার হাতে লাঠি পড়লে লাঠিও দ্বিগুণ শক্তি পেয়ে যায়। তুমি ভবিষ্যতে বীরযোদ্ধা হতে

www.pathagar.com

পারবে। সুদক্ষ লাঠি খেলোয়াড় হিসেবেও হামিদের সুনাম সিরাজগঞ্জ মহকুমার নানা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

হামিদ বড় জেদী ও অভিমানী ছেলে। মানুষে মানুষে, ধনী-গরিবে ভেদাভেদ যুগে যুগে বর্তমান। কিন্তু কিশোর হামিদ এ সব ভেদাভেদ মানে না। কিশোর মনে তার সাম্যের গান বেজে ওঠে। মানুষে মানুষে, ধনী গরিবে ভেদাভেদ থাকবে কেনো? সব মানুষ সমান।

একবার হামিদের চাচা ইব্রাহিম খান বাড়িতে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। এতে দাওয়াত দেয়া হয় ধনী গরিব সবাইকে। কিন্তু রেওয়াজ অনুযায়ী, গরিবদের খেতে দেয়া হবে কলাপাতায় আর ধনীদের থালায়। হামিদ তাঁর গরিব ক' বন্ধুকে দাওয়াত দেয়। ভোজসভার দিন হামিদ সিদ্ধান্ত নিলো, গরিব বন্ধুকে ধনীদের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খাওয়ালোও বন্ধুকে ধনীদের কাতারে। কিন্তু তা নিয়ে মহাতুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেলো। চাচা ইব্রাহিম খান হামিদকে বকলেন। প্রতিবাদে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করলো তার। সব মানুষ সমান। ধনী গরিব দিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা অন্যায়। চাচার প্রতি হামিদের ক্ষোভ ও অভিমান বেড়ে গেলো। চাচার বকার প্রতিবাদে হামিদ বাড়ি থেকে পালিয়ে শাহজাদপুরের দূর সম্পর্কের এক ভগ্নিপতির বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলো। আপাতত তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলো। এই ভগ্নিপতি ছিলেন অত্যন্ত গরিব। যে কারণে হামিদকে কাজ করে খেতে হবে। তা নাহলে উপোষ থাকতে হবে। উপায়ান্ত না দেখে হামিদ খেতখামারের কাজ জুটিয়ে নিলো। দিনমজুরদের সঙ্গে মাঠে কাজ করে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করলো হামিদ। কিন্তু তাঁর মন অন্য কোথাও ছুটে যায়, জীবন অন্যভাবে গড়ে তোলার নেশায়।

দিনমজুর হামিদ একদিন খবর পেলো, সুদূর ইরাক থেকে এক পীর সাহেব সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছেন। তাঁর নাম, পীর নাসিরউদ্দিন শাহ্ বোগদাদী। হামিদ ছুটে গেলো পীর সাহেবের কাছে দেখা করতে। হামিদের বয়স কতই বা হবে, ১৩। পীর সাহেব হামিদের সঙ্গে কথা বলে খুশি হলেন। ছেলেটির বুদ্ধি আছে। অলৌকিক প্রতিভাও আছে। এতিম হামিদের জন্য পীর সাহেবের অন্তর কেঁদে উঠলো। তিনি পিতৃস্নেহে হামিদকে বুকে টেনে নিয়ে ময়মনসিংহের বল্লা গ্রামে চলে এলেন। পীর সাহেব হামিদকে লালনপালন করতে লাগলেন। পীর সাহেবের ছাত্র হয়ে হামিদ ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলো।

www.pathagar.com

পীর নাসিরউদ্দিন শাহ বোগদাদী ময়মনসিংহের বল্লা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তিনি হামিদকে মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। হামিদের হাতে আবার বই-খাতা উঠলো। শুরু হলো তার নতুনভাবে ছাত্রজীবন।

এতিম হামিদ পীর সাহেবের স্নেহাদর পেয়ে পিতা-মাতার অভাব ভুলে গেলো। হামিদ মক্তবে যায়। পীরের আস্তানায় ফিরে অবসর সময় পীর সাহেবের সেবাযত্ন করে। এতে পীর সাহেব তার উপর আরো সন্তুষ্ট হলেন।

একদিন মক্তব থেকে ফিরলে পীর নাসিরউদ্দিন শাহ্ বোগদাদী বললেন, হামিদ আমার মন বলে, তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠার অনেক দূর পথ অতিক্রম করতে পারবে।

হামিদ পীর সাহেবকে সেলাম করে বললেন, হুজুর, আমাকে দোয়া করবেন। আমি যেনো সারাজীবন দুঃখী মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

: আল্লাহ তোমার ইচ্ছে পূরণ করবেন। তবে আমার ইচ্ছে তোমাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কারণ, তোমার মধ্যে যে বিপ্লবী চেতনা আছে, তা জাগিয়ে তুলতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

হামিদ পীর সাহেবের পায়ের কাছে বসে বললো, আচ্ছা, হুজুর মানুষ কেনো গরিব হয়?

: আল্লাহ সব মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে মানুষ গরিব হয়।

পীর সাহেবের কাছে থেকে এতিম হামিদ শিক্ষিত হচ্ছে। এভাবে কেটে যায় বেশ ক'টি বছর। হামিদের পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। আব্দুল হামিদ খান এখন যৌবনে পা দিয়েছে। টগবগে তরুণ। সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় সম্পর্কে এখন হামিদের বুঝ এসেছে। বোঝে বলেই ভাবে। ভাবে বলেই দুঃখিত হয়। কিবা আনন্দিত হয়।

এক সময় হামিদের মক্তবের পড়াশোনা শেষ হয়। এবার হামিদের কর্মজীবন শুরু করার পালা। পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে আব্দুল হামিদ খান টাঙ্গাইলের কাগমারী চলে এলো। এখানে একটি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলো।

ছোট্টকাল থেকেই আব্দুল হামিদ খান অন্যায় অবিচার দেখে নীরব দর্শক থাকতে পারে না। কাগমারীর জমিদার অবিশ্বাস্য অত্যাচারী। প্রজাদের ওপর জোর-জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে। জমিদারের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দ করতে সাহস পায় না। কিন্তু

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর জমিদারের অত্যাচার দেখে আব্দুল হামিদ খান প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এতে তার ওপর জমিদার ক্ষেপে গেলো। জমিদারের কারসাজিতে কাগমারী ছেড়ে চলে যেতে হলো হামিদকে।

কাগমারী থেকে সোজা চলে এলো ময়মনসিংহে। পীর নাসিরউদ্দিন শাহ বোগদাদীর কাছে দেখা করে জমিদারের সীমাহীন নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করলো হামিদ। পীর সাহেব সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, হামিদ আমি আসামে যাবো, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। সেখানে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

পীর সাহেবের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো হামিদ। পীর সাহেবের সঙ্গে আসামে ১৭ বছর বয়সি হামিদ চলে এলো। পীর সাহেবের নির্দেশে হামিদ আসামে মানব কল্যাণমুখী কাজে আত্মনিয়োগ করলো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলো। আসামে থাকলে কি হবে, তার মন জন্মভূমিতে পড়ে থাকে। তাই হামিদ সব সময় ভাবে, কিভাবে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করা যায়? ব্রিটিশ সরকারের উস্কানিতে জমিদাররা জালিম শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে।

আসামে পীর নাসির উদ্দিন শাহ বোগদাদীর আস্তানা রয়েছে। এখানে পীর সাহেবের সঙ্গে হামিদও থাকে। পীরের আস্তানায় ৫টি বছর অতিবাহিত করে হামিদ ২৩ বছর বয়সে পা দিলো।

এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলছে। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে হামিদ যোগ দিলো। শুরু হলো তার স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাবার জন্য সন্ত্রাসবাদ জীবন। কিন্তু হামিদ সন্ত্রাসবাদী থাকতে পারলো না। তার মন হত্যা, রক্তপাতের বিরুদ্ধে চলে গেলো। এভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট হতে দেবে না। আবার ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। পীর সাহেবও অনুমতি দিলে হামিদ দেওবন্দ ইসলামী মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভর্তি হলো। হামিদের বয়স ২৭। টগবগে তরুণ।

আব্দুল হামিদ খান দেওবন্দ ইসলামিয়া মাদ্রাসার পড়াশোনা শেষ করে এবার জন্মভূমিতে ফিরে এলো। হামিদ উল্কার মতো সারাদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ব্রিটিশ বেনিয়া ও জমিদার প্রথা বিরোধী হামিদ কখনো উত্তর বঙ্গে কখনোবা আসামের গহীন অরণ্যের অধিবাস এলাকায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বঞ্চিত লাঞ্ছিত ও শোষিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে লাগলো। এই সময় গরিব জনগণ তাকে মওলানা উপাধিতে ভূষিত করলো। মজলুম মানুষের অতি আপনজন, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলো। মওলানা আব্দুল হামিদ খান নামে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান গরিব জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ বেনিয়া ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সময়ই পীর সাহেবের আদেশে মওলানা আব্দুল হামিদ খান বড় পীরের মাজার ও ঐতিহাসিক বাগদাদ ঘুরে এলেন। বাগদাদ সফর করে এসে মওলানা আব্দুল হামিদ খান সিদ্ধান্ত নিলেন, দেশপ্রেম হচ্ছে ঈমানের অংশ। তাই, দেশের দুঃখী গরিব বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

পীর নাসির উদ্দিন শাহ বোগদাদী এবার মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে আদেশ করলেন আসামে গিয়ে বসবাস করতে। পীর সাহেবের আদেশে তিনি আসামে চলে এলেন। এখানে রয়েছে পীর সাহেবের ইসলাম প্রচার মিশন। পীরের আদেশে এই মিশনের দায়িত্ব বুঝে নিলেন মওলানা হামিদ খান। এ কাজে ক'বছর কেটে গেলো।

আসাম থেকে বগুড়ার পাঁচবিবিতে বেড়াতে এলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এই পাঁচবিবির জমিদার হচ্ছেন, শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী। বড় ভালো মানুষ। ব্রিটিশদের দোসর নন। প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালান না। ন্যায় বিচারক। এমনই এক মহৎ, ধর্মপ্রাণ জমিদারের সঙ্গে মওলানা আব্দুল হামিদ খানের পরিচয় হলো। জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী মওলানা হামিদের সৎস্বভাবের চরিত্র, সাহস ও দেশের গরিবদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে অশান্ত তরুণ মওলানাকে নিজের কাছে রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। জমিদার বললেন, মওলানা আপনি কি আমার এখানে থাকবেন?

মওলানা আব্দুল হামিদ খান জানতে চাইলেন, কেনো?

: আপনার বিবিধ গুণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

: আমি আপনার এখানে কি করবো?

: আপাতত আপনি আমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নেবেন। পরে জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্মও দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খানও জমিদারের উদারতা ও সততা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি জমিদারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

শুরু হলো তাঁর গৃহশিক্ষকের জীবন। বছর খানেক পর জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী মওলানা হামিদের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে আরো মুগ্ধ হলেন। তিনি মওলানা হামিদ খানকে জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম ও মামলা পরিচালনার দায়িত্ব বুঝে নিতে বললেন। মওলানা হামিদ খান রাজি হলেন। এই জমিদারী কাজকর্ম ও মামলা পরিচালনা করতে মাঝে-মধ্যে মওলানা হামিদকে কলকাতায় যেতে হয়। কলকাতা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতারাও কলকাতায় থাকেন। কিন্তু মওলানা হামিদ এবার শান্তির পথে পা বাড়ালেন। তিনি মনে করেন, এর বিকল্প নেই। তাই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছেদ করে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের পথে সাম্যের গান গেয়ে উঠলেন।

পাঁচবিবির জমিদারের বিশ্বস্ত লোক মওলানা হামিদ কলকাতায় আসেন মামলা পরিচালনার জন্য। এ সময় মওলানা হামিদ স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। যেহেতু মওলানা হামিদ ব্রিটিশ বিরোধী, তাই স্বদেশী নেতাদের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠলেন। এই সময়ই মওলানা হামিদ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। সময়টা এমন– বিংশ শতাব্দীর ঘটে যাওয়া ঘটনা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রবলগতিতে নাড়া দিচ্ছে। ভারতবর্ষের বৃহত্তর জেলা ময়মনসিংহে ১৯১৯ সালের মে মাসে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে মওলানা হামিদের পরিচয় হলো। পরে, হৃদ্যতা বেড়ে যায় এবং দেশবন্ধুর আদেশে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ১৯১৯ সালেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এবং অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

কৃষক প্রজার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে গেলেন। অসহযোগ আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে পুলিশ মওলানা হামিদকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। এটাই তাঁর জীবনে প্রথম কারাবাস। ৯ মাস কারাবাস পর তিনি মুক্তি পেলেন।

১৯২০ সাল। সদ্য কারামুক্ত কৃষক নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ৪ঠা সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এখানে একটা ঘটনা ঘটলো। তাহলো অধিবেশনে যে সব নেতা এসেছেন, তাদের গায়ে ভালো ভালো কোট প্যান্ট। কিন্তু কৃষক নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান এসেছেন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে। আর মাথায় তালপাতার টুপি। তাঁর পোশাক দেখে সকল নেতা আড়চোখে তাকালেন। ফিসফিসিয়ে নানা মন্তব্যও করলেন। কিন্তু মওলানা আব্দুল হামিদের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। অধিবেশনে যোগদানকারী সবার শেষে মওলানা

www.pathagar.com

আব্দুল হামিদ খান যখন বক্তব্য রাখতে মঞ্চে উঠলেন, তখনও সবাই তাঁকে বাঙাল বলে অবহেলা করলো। কিন্তু যখন তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ রেখে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন, তখন সবার ধারণা পাল্টে গেলো, না, উনি প্রকৃতপক্ষে কৃষক নেতা, মাটির মানুষের নেতা!

কংগ্রেসের কৃষক নেতা হিসেবে মওলানা আব্দুল হামিদ খানের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ১৯২১ সালে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর ডাকে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং এর কিছুদিন পর দেশবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁকে পুলিশ দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। ৭ দিন পর মুক্তি পেলেন তিনি।

মানবদরদী মওলানা হামিদ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ দেখে স্বার্থপরের মতো বসে থাকতে পারেন না। ছুটে যান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় মানুষের মধ্যে মহামারী প্রকোপ দেখা দিলো। দেশবরেণ্য নেতা প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, দেশবন্ধু ও নেতাজীর সঙ্গে মওলানা হামিদও ত্রাণ কাজে ছুটে এলেন। তাঁর ত্রাণকাজে দক্ষতা দেখে তাঁরা ময়মনসিংহের ত্রাণ শিবিরের দায়িত্ব মওলানা হামিদের হাতে ন্যস্ত করে চলে গেলেন। মওলানা হামিদ অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গত মানুষের সেবা করলেন।

মওলানা হামিদ সারা দেশ ঘোরেন। জনসভা করেন। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে মওলানা হামিদ জমিদারদের অত্যাচার ও জোরজুলুমের লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিলেন ভাষণে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অত্যাচারী জমিদারদের সম্পর্কে অবহিত হলেন।

এই সম্মেলনের পর থেকেই সকল জমিদার মওলানা হামিদকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলো। তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলো। জীবন বাঁচাবার প্রশ্নে মওলানা হামিদ আসামের ধুবড়ীতে চলে এলেন।

আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসান চর এলাকায় বাংলার ভূমিহীন বাঙালিরা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বহিরাগত বাঙালিদেরকে স্থানীয় লোকজন ভালো চোখে দেখে না। অবহেলিত ভাসান চরে কোনো শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। সেখানে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। বহিরাগত বাঙালিরা নিরুপায় বলেই সকল নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ সহ্য করেও ভাসান চরে বসবাস করছে। সেই ভাসান চরে মওলানা আব্দুল হামিদ খান এলেন। বহিরাগত বাঙালিদের সকল দুঃখ-কষ্ট নিজের

www.pathagar.com

মতো করে উপলব্ধি করলেন। এখানকার লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে মওলানা হামিদ একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এ সম্মেলনে হাজার হাজার লোক যোগ দিলো। মওলানা হামিদ বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে ভাষণে উল্লেখ করলেন। এই সম্মেলনের মধ্যদিয়েই মওলানা আব্দুল হামিদ খান বাঙালিদের আপনজন হয়ে উঠলেন।

মওলানা হামিদ আজীবন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ভাসান চরের লোকজনের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভাসানচর উচ্চ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করলেন। মওলানা হামিদকে কাছে পেয়ে ভাসান চরের অসহায় লোকজন আশার আলো দেখতে পেলো। তাদের মধ্যে জেগে উঠার উৎসাহ দেখা দিলো।

মওলানা হামিদ ভাসান চরে জনহিতকর কাজ করে যেতেই লাগলেন। এর জন্য ভাসান চরের লোকজন ভালোবেসে মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে 'ভাসানী' উপাধি দিলেন। সবার কাছে তিনি ভাসানী নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানী সিদ্ধান্তে অটল, তিনি বিয়ে করবেন না। সারাজীবন জনসেবা করে যাবেন। এমন চিন্তা চেতনা বুকে নিয়ে মওলানা ভাসানী ৪০ বছর বয়সে পা দিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ইহলোক ত্যাগ করলে সমগ্র ভারতবর্ষে শোকের ছায়া নেমে এলো। মওলানা ভাসানী হারালেন তাঁর রাজনৈতিক গুরুকে। রাজনৈতিক গুরুকে হারিয়ে মওলানা ভাসানী ভেঙে পড়লেন। এই সময়ই তাঁর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। তিনি বিয়ে করার উদ্যোগ নিলেন।

১৯২৫ সালে শেষের দিকে পাঁচবিবির জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কন্যা আলেমা খাতুনের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেলো। শুরু হলো তাঁর সংসার জীবন।

তিনি যেখানেই যান, দেখতে পান জমিদাররা নিরীহ প্রজার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। এমনই এক অত্যাচারী জমিদার ছিলো রাজশাহীর ধুপঘাটের। মওলানা ভাসানী প্রজাদের নিয়ে এই জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। এতে জমিদার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা মওলানা ভাসানীকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

www.pathagar.com

প্রাণরক্ষার জন্য ১৯২৬ সালে আসামে মওলানা ভাসানী সস্ত্রীক পালিয়ে চলে এলেন। এই বছরই আসামে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে কৃষক আন্দোলন শুরু করলেন তিনি। এবং আসামের গভীর অরণ্যের খাগমাড়া নামক স্থানে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। যে খাগমাড়া এতোদিন অবহেলিত ছিলো, গভীর বনজঙ্গল ছিলো। সেই খাগমাড়া মওলানা ভাসানীর পুণ্য পদার্পণে উন্নয়নের জোয়ারে মুখরিত হয়ে উঠলো। বনজঙ্গল কেটে গড়ে উঠলো লোকালয়। মওলানা ভাসানী সেখানে গড়ে তুললেন কলেজ-মাদ্রাসা। এর জন্য ভাসানীর ভক্তরা খাগমাড়ার নাম পাল্টে তাঁর নামানুসারে, হামিদাবাদ নাম রাখলো।

হামিদাবাদে মওলানা ভাসানীর জনহিতকর কর্মকাণ্ডের প্রশংসা সমগ্র আসামে ছড়িয়ে পড়লো। এক বছরে হামিদাবাদের চেহারা পাল্টে গেলো।

মওলানা ভাসানী কোথাও বেশিদিন থাকতে পারেন না। তাঁর বিদ্রোহী মন আজ এখানে, কাল সেখানে গিয়ে জনহিতকর কাজ করার জন্য চলে যায়। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ছুটে যায়। হামিদাবাদে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শেষ হলে মওলানা ভাসানী গভীর অরণ্য এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর স্ত্রী বেঁকে বসলেন, বাংলাদেশে ফিরে আসতে। কিন্তু মওলানা ভাসানী বাংলাদেশে আসতে রাজী হলেন না। কিন্তু স্ত্রী আলেমার কান্নাকাটিতে সিদ্ধান্ত নিলেন, স্ত্রীকে বাংলাদেশে পাঠাবেন। তিনি যাবেন কলকাতায়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা হলো। স্ত্রী আলেমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ১৯২৮ সালে খেলাফত সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য মওলানা ভাসানী সোজা আসাম থেকে কলকাতায় চলে এলেন।

সম্মেলন শেষেও মওলানা ভাসানী কলকাতায় থেকে গেলেন। এই বছরই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো।

মওলানা ভাসানী ছোটকাল থেকেই বড়লোকদের পছন্দ করতেন না। অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল হলো। কংগ্রেসের রাজনীতি বড়লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বড়লোকদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস থেকে মওলানা ভাসানী সরে পড়লেন। তবে কলকাতা থেকে আবার আসামে চলে এলেন। এখানে আপাতত কিছুদিন কাটালেন।

এদিকে জননেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশে এক জনসভার আয়োজন করে মওলানা ভাসানীকে জনসভায় যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। সে আহ্বানে মওলানা ভাসানী সুদূর আসাম থেকে চলে এলেন বাংলাদেশে জনসভায় যোগ দিতে।

www.pathagar.com

আবার মওলানা ভাসানী আসামে ফিরে গেলেন। ১৯২৯ সালে তিনি আসামে বিরাট কৃষক সম্মেলন করে ঘোষণা দিলেন, কৃষকদের অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না।

১৯৩০ সালে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগে যোগদান করে সিদ্ধান্ত নিলেন, বাংলাদেশে এসে অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা স্থানে ১৯৩২ সালে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে বঙ্গ-আসাম থেকে আগত প্রজাদের সংখ্যা কমপক্ষে সাড়ে ৩ লাখ। খান বাহাদুর আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। বক্তারা সম্মেলনে দাবি উঠালো, গরিব কৃষক ও প্রজাদের ঋণ মওকুফ করে দিতে হবে। গরিব কৃষক ও প্রজাদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে।

মওলানা ভাসানী বঙ্গ-আসাম ঘুরে ঘুরে গরিব কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে লাগলেন। মওলানা ভাসানী একজন দক্ষ সংগঠক। তাঁর ডাকে লাখ লাখ মানুষ সাড়া দিচ্ছে।

ভাসানীর কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের গৌরীপুরের মহারাজা সীমাহীন অত্যাচারী। প্রজাদের উপর বিনা কারণে অত্যাচার চালাচ্ছে। মওলানা ভাসানী গৌরীপুরের নির্যাতিত কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন ভিন্নভাবে। অর্থাৎ মহারাজার নির্যাতনের দাবিতে অনশন শুরু করলেন মওলানা ভাসানী। অনশনের ৭ দিন অতিবাহিতকালে খবর পেয়ে ছুটে এলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। শেরে বাংলার অনুরোধে ভাসানী অনশন ভঙ্গ করলেন।

এই বছরই আসামে মওলানা ভাসানী আয়োজন করলেন বঙ্গ আসাম মুসলিম সম্মেলন। এ সম্মেলনে শেরে বাংলাসহ অনেক দেশবরেণ্য নেতা যোগ দিলেন। মওলানা ভাসানী এ সম্মেলনে গৌরীপুরের মহারাজার অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী ভাষণে আলোকপাত করলেন। এ সম্মেলনের পর মহারাজার অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেলো। প্রজারা অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলো।

১৯৩৪ সালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মওলানা ভাসানী বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হাজির হলেন।

www.pathagar.com

বন্যার জল নেমে গেলে ভাসানী নওগাঁয় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে সকল অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করলেন। এরপর থেকে সকল জমিদার ভাসানীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। জমিদাররা ব্রিটিশ প্রশাসনের সহায়তায় কৃষকদেরকে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অভিযোগে ভাসানীকে আবার বাংলার মাটি থেকে বহিষ্কার করলো।

অগ্নিবর্ষী ভাসানী পুনর্বার আসামে চলে এলেন। ব্রিটিশ শাসনকাল। তাই, ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলে আসতে ভিসা লাগে না।

আসাম সরকার আসামে বসবাসরত বহিরাগত বাঙালিদের সপরিবারে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে। স্থানীয় জনগণ বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে। এতে আসাম সরকার মদদ জোগাচ্ছে। দিশেহারা হয়ে পড়লো অসহায় বাঙালিরা। আগুন লাগিয়ে দিয়ে বাঙালিদের বস্তি পুড়িয়ে দিলো। বস্তি ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হলো পাগলা হাতি। বাঙালিদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালালো প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণ।

বহিরাগত বাঙালিদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হলো।

আসামে মোট জনসংখ্যা ৮৬ লাখ। এর মধ্যে ২৫ লাখ বাঙালি। মওলানা ভাসানী বাঙালিদের চরম দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভাসানী বুঝতে পারলেন আসাম সরকারের চালাকি। চালাকি এই রকম, ২০ বছর পূর্বে যারা আসামে এসেছে, তারা থাকতে পারবে। আর এরপরে যারা এসেছে, তাদেরকে আসাম ছাড়তে হবে। অর্থাৎ আসাম সরকার এই লাইন প্রথা জারি করে মূলত বাঙালিদের উচ্ছেদই করতে চাচ্ছে।

মওলানা ভাসানী সরকারের লাইন প্রথা বাতিলের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললেন। এ আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করলো মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি। ভাসানীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন আসামের জননেতা স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ। এ আন্দোলনের চেতনা প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো।

মওলানা ভাসানীর ডাকে ভাসান চরে কয়েক লাখ লোক সমবেত হয়ে লাইন প্রথা প্রত্যাহারের দাবি জানালো এবং আসাম সরকারের মানবতা বিরোধী লাইন প্রথা রুখবার জন্য ভাসানী আসাম চাষী মজুর সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির সভাপতি হলেন মওলানা ভাসানী আর সম্পাদক হলেন চাষী নুরুল হক।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালে মজলুম জননেতা ভাসানী আসাম সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক লাইন প্রথা প্রতিহত করার জন্য আপসহীন নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি গরিব মারার ষড়যন্ত্রকে রোখার চেতনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন। বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হলো। ভাসানীর নেতৃত্বের জন্যই বাঙালিরা নিরাশার মাঝে আশার আলো দেখতে পেলো। আসাম সরকার ব্যর্থ হলো বাঙালি উচ্ছেদ করতে।

জনহিতকর কাজ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের জন্য আসামের ঘরে ঘরে মওলানা ভাসানীর নাম ছড়িয়ে পড়লো। আসামের জনগণের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম হয়ে উঠলো, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

আসামের মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।

১৯৩৭ সালে ভাসানী আসামের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আসামের ১২টি জেলায় মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করলেন তিনি। এ বছরই প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এ নির্বাচনে ভাসানীও মুসলিম লীগের প্রার্থী হলেন। ৩৫টি আসনের মধ্যে ভাসানীসহ ৩১টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী বিজয়ী হলেন।

নির্বাচন শেষে স্যার সাদুল্লাহর নেতৃত্বে আসামে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো।

মওলানা ভাসানী আইন সভার নির্বাচিত সদস্য হয়েও তিনি বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক লাইন প্রথা বাতিলের দাবিতে সোচ্চার রইলেন। ভাসানীর নেতৃত্বে আসামে আন্দোলন চলতে থাকলো। এই আন্দোলন অব্যাহতকালে পুলিশ ৩জন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করলো। পুলিশী হামলায় আহত হলো ২৫ জন। মজলুম জননেতা ভাসানীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।

মাটির মানুষের নেতা ভাসানী জেলেও লাইন প্রথার বিরুদ্ধে অনশন শুরু করলেন। এভাবে ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখলে জননেতা শেরে বাংলা ভাসানীর পক্ষ নিয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। শেষে বাঙালিদের উপর নিপীড়নমূলক সকল আইন বাতিল ঘোষণা করা হলো। তখন মওলানা ভাসানী আমরণ অনশন ভাঙলেন। কিছুদিন পর ভাসানী মুক্তি পেয়েও লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতেই থাকলেন। এ নিয়ে স্যার সাদুল্লাহর সঙ্গে ভাসানীর মতের বিরোধ সৃষ্টি হলো। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে মওলানা ভাসানী লাইন প্রথা বাতিলের আন্দোলন স্থগিত রাখলেন না।

www.pathagar.com

১৯৩৮ সালে রংপুর গাইবান্ধায় কৃষক প্রজা সম্মেলনে মজলুম জননেতা ভাসানী বললেন, আমার সংগ্রাম চলছে, চলবেই। অত্যাচারীদের উৎখাত না করা পর্যন্ত কোনোদিন বিপ্লবীরা ঘরে বসে থাকতে পারেন না।

দেখতে দেখতে ১৯৪০ সাল এলো। ২৩ মার্চ শেরে বাংলার সঙ্গে ভাসানীও মুসলিম লীগের স্মরণীয় লাহোর সম্মেলনে যোগ দিলেন। এই সম্মেলনে গৃহীত হলো, ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

একই বছর ভাসানীর নেতৃত্বে সুসাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের সভাপতিত্বে আসামের মালদহে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এর কিছুদিন পর ভাসানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বরপেটায় অনুষ্ঠিত হলো চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে লাইন প্রথা বিরোধী জনসভা।

লাইন প্রথার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালালেন ভাসানী। এই আন্দোলনে আসামের মুসলিম লীগ সরকার বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেলো। এর জন্য আসামে ছুটে এলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ভাসানীকে মুসলিম লীগ সরকারের স্বার্থে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। ভাসানী জিন্নাহ্‌র অনুরোধ উপেক্ষা করে আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। এতে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হলো।

১৯৪৫ সাল ফুরালো। ১৯৪৬ সাল এল। গত বছরের শুরু থেকে বাঙাল খেদা আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। আসামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী।

মুসলিম লীগের সভাপতি ভাসানী বাঙালিদের স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। পুলিশের গুলিতে নিহত হলো একজন বাঙালি। বহুসংখ্যক আন্দোলনকারী আহত হলো। এই নৃশংস পুলিশী হামলার প্রতিবাদ করলেন মওলানা ভাসানী। পরে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। ব্রিটিশ শাসক ১৪ আগস্ট পাকিস্তানকে ও ১৫ আগস্ট ভারতকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলো। মওলানা ভাসানী ভারতের গোহাটি কারাগারে বন্দী রয়েছেন। ৪৭ সালের ২৯ জুন ভারত সরকার শর্ত সাপেক্ষে মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দিলো। ভারত ছাড়তে হবে। মওলানা ভাসানী মুক্তি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এলেন। প্রথম কর্মজীবনের কর্মস্থল কাগমারী এসে বসবাস শুরু করলেন।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের টাঙ্গাইল আসন শূন্য হলো। মওলানা ভাসানী উপনির্বাচনে প্রার্থী হলেন। মুসলিম লীগের প্রার্থী হলেন করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী।

ভাসানী আইন পরিষদের উপনির্বাচনে নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চের আইন সভার অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন মওলানা ভাসানীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আইন সভার সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করলো। এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো।

মওলানা ভাসানী জীবনের দীর্ঘ সময় আসামে কাটিয়েছেন। আসামকে ভুলতে পারেননি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, একবার আসামে যাবেন। স্বচক্ষে দেখে আসবেন, বাঙালিরা কেমন আছে? মওলানা ভাসানী আসামে চলে এলেন। তাঁর আগমনে আসাম সরকার ভীত হয়ে পড়লেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বিনাকারণে মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।

মওলানা ভাসানী আসামের কারাগারে থাকাকালে আবার টাঙ্গাইল আসনে উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এ উপনির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অনুসারী প্রার্থী শামসুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে আসামের কারাগার থেকে মওলানা ভাসানী মুক্তি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলেন। এই সময়ই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরে গেলো।

মুসলিম লীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ধনী শ্রেণীর ব্যক্তিরা। যে রাজনৈতিক ধারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছে না। এতে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের রাজনীতির উপর নাখোশ হলেন। তিনি মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিলেন। ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে একটি সভা আহ্বান করা হলো। এ সভায় যোগ দিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারা বেগম, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। এ সভায় গঠিত হলো, আওয়ামী

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ। সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সহসভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক যথাক্রমে আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।

২৪ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা আরমানিটোলা অনুষ্ঠিত হলো। এ জনসভায় আগত হাজার হাজার জনসাধারণ যোগ দেয়। মওলানা ভাসানী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিলেন, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে। জনসাধারণ কোনো ক্ষতি পূরণ দিতে পারবে না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করতে হবে। স্বায়ত্তশাসন চালু করতে হবে। এবং আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

৪৯ সালেই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলো। এই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান এলেন। মওলানা ভাসানী আরমানিটোলা মাঠে বিশাল জনসভার আয়োজন করে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ও তার মন্ত্রী পরিষদে পদত্যাগ দাবি তুলবেন।

জনসভা শেষে মওলানা ভাসানী ৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে রাজধানী প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। ১৪ অক্টোবর জননিরাপত্তা আইন ভঙ্গের অভিযোগে ভাসানীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।

দিনে দিনে মওলানা ভাসানী জনগণের প্রিয়নেতা হয়ে উঠলেন। আজ তাঁর ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দেয়। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাকিস্তানী সরকারের গদি নড়েবড়ে হয়ে উঠতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঠকানো শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করলেন। আর তীব্র প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী আন্দোলনের ডাক দিলেন। এতে প্রধানমন্ত্রী বিপাকে পড়ে গেলেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের উপর আস্থাবান হয়ে উঠছে। এবং যুব নেতৃত্বও তাঁর অধীনে চলে আসতে শুরু করেছে। যেমন, পূর্ব পাকিস্তানের যুবলীগ তাঁর অনুসারী হয়েছে।

মওলানা ভাসানী ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুললেন। জনগণ তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হলো।

এলো ১৯৫২ সাল। ৩০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকা এলেন। তিনি হঠাৎ কটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন, দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে, উর্দু। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতা এর প্রতিবাদে ফেটে পড়লো।

www.pathagar.com

৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরীতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ একত্রিত হলো। এবং ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করলেন। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে এই ভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্মসূচি ঘোষণা করলেন।

শেখ মুজিব তখন কারাগারে। কারাগারে থেকেই তিনি ভাষা সংগ্রামকে সমর্থন করে অনশন শুরু করলেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদী ছাত্র জনতা রাজপথে মিছিল বের করলে পশ্চিমা সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালালো। নিহত হলো নাম জানা, না জানা অনেকেই।

মওলানা ভাসানী এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, আমরা ভাষা শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

মুসলিম লীগ সরকার বিপদ গুণলেন। শেষে মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠালো। মওলানা ভাসানী কারাগারে বসেই ভাষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আন্দোলন চালিয়ে যান। রাষ্ট্রভাষা ও রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আবার অনশন শুরু করলেন তিনি। তাঁর সে অনশনের কারণে পশ্চিমা সরকার আমাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে পারলো না।

৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানী মুক্তি পেলেন।

৫৩ সালের ৯ জুলাই পুরোনো ঢাকার আজাদ সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ অধিবেশনে মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন জননেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হলো। আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন করা হলো। সভাপতি হলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সম্পাদক হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন। পশ্চিমাদের দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। স্বৈরাচারী পশ্চিমা শাসকের কারো হাত ভেঙে দিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

পশ্চিমারা ব্রিটিশের ন্যায় আমাদের ঘাড়ে আচড় করেছে। কথায় কথায় গুলি চালায়। নির্যাতন চালায়। আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে রেখেছে। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন দেয়ার সময় পার হয়ে গেছে। নির্বাচন না দিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী টালবাহানা শুরু করলো। মওলানা ভাসানী নির্বাচনের জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে

www.pathagar.com

তুললেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। এ আন্দোলনের চাপের মুখে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো।

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সভায় গৃহীত হলো, আসন্ন নির্বাচনে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্র করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। তা না হলে মুসলিম লীগকে ঠেকানো যাবে না।

মওলানা ভাসানী সকল দলের প্রতি আহ্বান জানালেন যুক্তফ্রন্ট গঠনে এগিয়ে আসার জন্য। তাঁর আহ্বানে এগিয়ে এলেন শেরে বাংলা ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ অনেকেই। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলো।

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত এই ৫ দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসন পেলো। মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো।

মওলানা ভাসানী ক্ষমতার লোভী নন। নির্বাচনে জয়লাভের পর অনেকেই বলাবলি করলো, এবার বুঝি মুখ্যমন্ত্রী হবেন মওলানা ভাসানী। বলাবলি মিথ্যে হলো। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শেরে বাংলা।

মওলানা ভাসানী ক্ষমতার বাইরে থেকে জনকল্যাণমুখী কর্ম করতে ভালোবাসেন বেশি। আপসহীন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সুনাম আজ শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি– বিশ্বের নানা দেশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৫৪ সালের ২৭ মে জার্মানের বার্লিনে শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেলেন মওলানা ভাসানী। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি লন্ডনে চলে গেলেন। এখানে ক'দিন থেকে তারপর বার্লিনে চলে যাবেন। লন্ডনে অবস্থানকালে জার্মান দূতাবাসে ভিসা চাইলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোপন নির্দেশে দূতাবাস ভিসা দিতে গড়িমসি করলো। জার্মানে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। মওলানা ভাসানী সে সম্মেলনে যোগ দিতে পারলেন না। এর জন্য তিনি বসে রইলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ইউরোপের মনীষী, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী ও দার্শনিকেরা। তাঁরা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলাপ করে বলে উঠলেন, জীবনের এই প্রথম একজন মাটির মানুষের নেতার সান্নিধ্য পেলাম।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস ইউরোপে অবস্থান করে তিনি সোজা কলকাতায় চলে এলেন। ৩টি মাস ভাসানী কলকাতায় থাকলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে জননেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতায় গিয়ে মওলানা ভাসানীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ঢাকায়।

পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের অধিকার হরণ করে রাখতে চায়। ঠকাতে চাচ্ছে। সরকার শাসনতন্ত্র পাশ করলো। এই শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতির স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি। মওলানা ভাসানী এর জন্য তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় ঘোষণা দিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বার্থ বর্জিত শাসনতন্ত্র মানি না।

১৯৫৬ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মওলানা ভাসানী সারা দেশ ঘুরে ঘুরে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন গড়লেন। ঢাকায় মিছিল বের করলেন। ১৯৫৬ সালের ২রা মে তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করলে কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়লো। তাঁর দাবি মেনে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো। তারপরও দেশে দুর্ভিক্ষ কমলো না।

১৯৫৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী এবার ভূখা মিছিল বের করে রাজপথ কম্পিত করে তুললেন। ভূখা মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন নিহত হলো। এই হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পল্টনের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ভাষণ দিলেন। মওলানা ভাসানী এই জনসভায় সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করলেন, ভূখা নাঙ্গা মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারলে আপনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে চলে আসুন।

মওলানা ভাসানী মনে করেন, শিল্প সাহিত্য রাজনীতির উর্ধ্বে নয়। তাই তিনি উদ্যোগ নিলেন কাগমারী সম্মেলন করার। এ সম্মেলনে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন দুই পাকিস্তানের সকল স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিকদের। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ দিনের সম্মেলনের আহবায়ক সাংবাদিক সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী সম্মেলন কমিটির সভাপতি। উদ্বোধনী দিনে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

সমাপনী দিনে মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে ঘোষণা দিলেন, এ দেশের ভাগ্যাহত মানুষকে শোষণ করা চলবে না। আমাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। আমাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না। ধৈর্যের সীমা লংঘন করা হচ্ছে। এই জুলুম অত্যাচার বন্ধ না করলে পশ্চিমাদের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠবেই। আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে বাধ্য হবো।

অপ্রিয় সত্য কথা উচ্চারণ করার জন্য, বাঙালি জাতির অধিকার ও নিপীড়িত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মওলানা ভাসানী আমরণ সংগ্রামী। এর জন্য যতই বিপদ আসুক, প্রাণনাশের হুমকি আসুক তিনি ভয় পান না। এবং তিনি যা কিছু মনে প্রাণে ঘৃণা করেন, কর্মক্ষেত্রেও তা বর্জন করে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমেরিকা ঘেঁষা হয়ে পড়লেন। মওলানা ভাসানী আমেরিকাকে পছন্দ করেন না। তাই হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর আমেরিকা ঘেঁষা হওয়াকে মেনে নিতে পারলেন না। এর জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিপক্ষে চলে গেলেন। ১৯৫৭ সালের ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে স্বেচ্ছায় ইস্তাফা দিলেন। দেশের চাপা দুর্ভিক্ষ নিরসনে খাদ্য সরবরাহ করার দাবিতে ১৮ ও ১৯ মে'তে কৃষক সম্মেলন করলেন। এরপর তিনি ৩ সপ্তাহের অনশন করলেন।

মওলানা ভাসানী নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিলেন। তাঁর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন পূর্ব পাকিস্তানের হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, পীর হাবিবুর রহমান, মশিউর রহমান, এস. এ বারী, এ.টি. আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও আতাউর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী, ওয়ালী খান, আবদুল মজিদ সিন্ধী ও মিয়া ইফতেখার প্রমুখ। মওলানা ভাসানী প্রতিপক্ষের বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে গঠন করলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ন্যাপের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মওলানা ভাসানী ও সম্পাদক হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী। এই সময়ই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাপকে সমর্থন করলো এবং কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু সংখ্যক নেতা ন্যাপকে সমর্থন করে যোগ দিলেন।

www.pathagar.com

এরপর মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় গণতন্ত্র, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনা খেশারতে জমিদারী প্রথা রহিত, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন, নারীপুরুষের সমঅধিকার, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, দুস্থ চাষীদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন, নিরপেক্ষ নির্বাচন, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, চাষীদের ঋণ মওকুফ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও সামরিক চুক্তি বাতিলসহ বহু জনস্বার্থমূলক বিষয়কে ন্যাপের কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা করলেন।

ন্যাপ গঠনের পর দেশের শোষক শ্রেণী ও মুখোশধারী রাজনীতিকরা বিপদ গুনলেন। ন্যাপের ছাউনী তৈরী হলো, কৃষক, মেহনতী মানুষ, বিপ্লবী তরুণ, ছাত্র সমাজ ও সমাজতন্ত্রীমনা মানুষের রাজনৈতিক আদর্শে।

ইতোমধ্যে দেশের রাজনীতিতে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলো। প্রাসাদ রাজনীতির ষড়যন্ত্রের জন্য দেশে অরাজকতা বৃদ্ধি পেলো।

১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে হাঙ্গামার শিকার হয়ে আহত হলেন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী। তিনি চিকিৎসাধীন থাকাকালে হাসপাতালে মারা গেলেন। অপরদিকে, ফিরোজ খান নূন কেন্দ্রে মন্ত্রী পরিষদ গঠনে চরমভাবে ব্যর্থ হলেন।

৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা আইনসভা ও শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। এবং সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে প্রেসিডেন্টের পদটি দখল করলেন। সামরিক শাসন জারি করলেন। মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সামরিক শাসক নেতাদের ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছে। মওলানা ভাসানীকেও হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করলো। বিনাবিচারে ৪ বছর তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে বন্দী রাখা হলো।

মুক্তি পেয়েই মওলানা ভাসানী ৬২ সালের কুখ্যাত হামিদুর রহমানের শিক্ষা রিপোর্ট ও আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললেন। এ সময় গ্রেফতার করা হলো শত শত ছাত্রনেতা ও কর্মীকে। ৩১ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলো। তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করে চাপ সৃষ্টি করা হলে ৪ঠা অক্টোবর তিনি মুক্তি পেলেন।

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালে ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মারা গেলেন। মওলানা ভাসানীর আপসহীন নেতৃত্বের কারণে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো।

১১ জুলাই গঠিত হলো বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত মোর্চা কপ। এতে ন্যাপও যোগ দিলো। এই কপকে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন মওলানা ভাসানী।

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ জেনারেল আইয়ুব খানের কাছে হেরে গেলেন। কারণ, এ নির্বাচনে জনগণ ভোট দেয়ার অধিকার পেলো না। সামরিক শাসকের লোকজন ভোট কারচুপি করলো। মওলানা ভাসানী বললেন, ভোট ডাকাতির নির্বাচন মানি না।

মওলানা ভাসানী সব সময় শান্তিপ্রিয় মজলুমের নেতা। তিনি যুদ্ধবিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান ও ভারতের সামরিক খাতে বাজেট না বাড়িয়ে সে অর্থ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। কাশ্মীর সীমান্ত প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মওলানা ভাসানী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। যুদ্ধের ১৭ দিনের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি হলো। মওলানা ভাসানী এই চুক্তিকে সমর্থন করলেন।

মওলানা ভাসানী বিভিন্ন জেলা সফর শুরু করে জনসভা করতে লাগলেন। এবং সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা করলেন।

২৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের বিন্নাফৈরে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে কৃষক সমাজের স্বার্থরক্ষার বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো।

ন্যাপ ভাঙার পদধ্বনি শোনা গেলো। নেতাদের মধ্যে মতান্তর ঘটেছে। ৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর রংপুরে ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও জোরালো ভাষণের মাধ্যমে নেতাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাজ হলো না। কিছুদিন পর ন্যাপ ভেঙে দু'টি ভাগ হয়ে গেলো। মওলানা ভাসানী চীনাপন্থী ন্যাপের সভাপতি হলেন। অপরটি, মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হলেন পাকিস্তানের ওয়ালী খান।

চীনের সমাজ সংস্কার, মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, মানবিক মূল্যবোধ, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বীরোচিত বিরোধিতা ও দেশ গড়ার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা, এ সবই মওলানা ভাসানীকে আকৃষ্ট করলো। তাই চীনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ জন্মালো।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী চীন সফর করে এসে একটি বই লিখলেন। সেই বইটিতে তিনি চীনকে এইভাবে মূল্যায়ন করলেন, আজিকার সংঘাত বিক্ষুব্ধ বিশ্বে চীন এক মহাবিস্ময়। চীন আজ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার লুণ্ঠিত জনসমষ্টি মুক্তি সংগ্রামের নেতা। চীন এই তিন মহাদেশের সদ্যোত্থিত জনগণের মুক্তিতীর্থ। আমি সেই তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম। আমার সেই তীর্থ দর্শন ব্যর্থ হয় নাই। নতুন জীবনবোধের প্রত্যয়দীপ্ত আলোকে আমার আশি বছরের বিশৃংখল জীবনকে নতুন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি।----- চীন দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সব চাইতে দৃঢ় সব চাইতে আপনার বন্ধু। চীন তাই সাম্রাজ্যবাদের সব চাইতে বড় শত্রু।

চীনকে, চীনের মানুষের সংগ্রামকে নির্মূল করিবার চক্রান্ত চতুর্দিকে। আমাদের দেশও সেই চক্রান্তের অংশীদার ছিলো। চীন বিরোধী চক্রান্তকে যেখানে যেভাবে যতটুকু সম্ভব প্রতিহত করা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ১৯০ কোটি মানুষের পবিত্র কর্তব্য। আমার সফর অভিজ্ঞতা স্বদেশবাসীকে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইতে যদি সামান্যতম সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

মওলানা ভাসানীর স্বপ্ন, পূর্ববঙ্গের দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। কিন্তু জেনারেল আইয়ুব শাহীর সরকার দুঃশাসনের মধ্যদিয়ে বাঙালির অধিকার একের পর এক হরণ করেই চললো। পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আইয়ুব শাহী ১৯৬৮ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করলো। তখন মওলানা ভাসানী আর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি হুংকার ছেড়ে জেগে উঠলেন। মওলানা ভাসানী জনসভা করে ঘোষণা দিলেন শেখ মুজিবের কিছু হলে আইয়ুব শাহী সরকারের পতন অনিবার্য। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা শেখ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না।

মওলানা ভাসানী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনের দিকে অগ্রসর হলেন। এতে আইয়ুব শাহী সরকার বাধ্য হলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে।

দুই পাকিস্তানে আইয়ুব শাহী সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। উভয় ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও পি.ডি. এম দল যৌথভাবে আইয়ুব শাহী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রতর গণআন্দোলনের ডাক দিলেন। মওলানা ভাসানী আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেবার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

www.pathagar.com

৫ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী পল্টনে জনসভা করলেন। ৭ ডিসেম্বর পরিবহন ধর্মঘট পালনের দিন ২ জন নিহত হলো। ৮ ডিসেম্বর সর্বাত্মক হরতাল পালিত হলো। ঢাকার বায়তুল মোকাররমে গায়েবী জানাজায় মওলানা ভাসানী ইমামতী করলেন। এক বিবৃতিতে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগণের সরকার কায়েম করতে হবে।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আইয়ুব শাহী বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহী সরকার মরিয়া হয়ে শত শত নেতা, কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।

১৯৬৯ সালের ২রা জানুয়ারি বগুড়ার পাঁচবিবিতে ন্যাপের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে বললেন, প্রতিরোধ যতই আসুক গণমানুষের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

৭ ডিসেম্বর ন্যাপের সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা ও কৃষক সমিতির সম্পাদক আব্দুল হকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে সরকার আন্দোলন ভণ্ডুল করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো।

এই আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদকে সভাপতি করে ৫ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। মওলনা ভাসানী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই ১১ দফাকে সমর্থন করলেন। এবং দেশের সাধারণ মানুষকে বোঝাতে লাগলেন, এই গণআন্দোলন আমাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। মওলানা ভাসানীর আহ্বানে দেশের আপামর জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদ নিহত হলো। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হলো। মওলানা ভাসানী আইয়ুব শাহীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, হত্যার রাজনীতি পরিহার করুন, নচেৎ ফলাফল ভয়াবহ হবে।

৯ ফেব্রুয়ারি খুলনা ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন বসলো। এ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী ছাত্রদের ১১ দফা ও ১৪ দফার আন্দোলন বাস্তবায়ন করার জন্য সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল গুলি করে হত্যা করা হলো। এ ঘটনার প্রতিবাদে পল্টনের জনসভায় মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানী বলেন, এ হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যা। তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবী জানাজাতে ইমামতী করলেন।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সম্পর্কে হুংকার ছেড়ে মওলানা ভাসানী বললেন, প্রয়োজনে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসা হবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করলো। এর প্রতিবাদে সারাদেশ আন্দোলনে ফেটে পড়লো। প্রতিবাদী বেশ ক'জন ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হলো। তবু ছাত্র জনতা আন্দোলন থেকে পিছপা হলো না। নির্বিচারে মানুষ হত্যা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র জনতা জাগলো। ঘটলো গণঅভ্যুত্থান।

আইয়ুব শাহী উপায়ান্তর না দেখে লাহোরে গোল টেবিল ডাকলেন। মওলানা ভাসানী স্পষ্টভাষায় ঘোষণা দিলেন, স্বায়ত্তশাসন না দেয়া পর্যন্ত গোল টেবিলে যোগ দেয়া হবে না।

আইয়ুব শাহী বাধ্য হয়ে ২৪ মার্চ পদত্যাগ করলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর হলো সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে। স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর পতনের পেছনে মওলানা ভাসানীর আপসহীন নেতৃত্বই প্রধান। আমেরিকার বহুল প্রচারিত পত্রিকা টাইমস মওলানা ভাসানীকে উপাধি দিল, 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স।' টাইমের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিস্তৃতি দাঁড়ি বিশিষ্ট এই মানুষটির উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে পারলৌকিক প্রশান্তির ছাপ। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে ৬০ মাইল দূরে একটি গ্রামে তিনি নাতী-নাত্নীদের যেমন স্নেহপরায়ণ এক খেলার সাথী, দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বাঙালি কৃষকের কাছে ৮৬ বছর বয়স্ক আবদুল হামিদ খান ভাসানী তেমনি প্রাণের হুজুর। কিন্তু এ দয়ালু স্নেহশীল দাদুই পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে হিংসাত্মক কার্যকলাপের একজন উদ্গাতা। ভাসানী আইয়ুব খানকে গতিচ্যুত করতে বাধ্য করেন।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গণশক্তি' পত্রিকার প্রকাশনা উৎসবে উদ্বোধক হিসেবে মওলানা ভাসানী উপস্থিত থাকেন। শুধু এই পত্রিকা নয়। এ পর্যন্ত তিনি ৪৯টি পত্রিকা প্রকাশনা উৎসবে পত্রিকার উদ্বোধন করেছেন। ৭০ সালের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হলো। মওলানা ভাসানী দেশের বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় ভাষণে বললেন, কৃষক ও শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে হবে। "এরপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত মানুষের আহ্বানে সেখানে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সফর করেন।" তাঁর ১৭ দিনের সফরকালে ১২ জুনের বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী উর্দু ভাষায় চমৎকার ভাষণ দেন। তাঁর সে ভাষণে সেখানকার দুঃখী দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের কাহিনী তুলে ধরেন।

মওলানা ভাসানী মনে করেন, শোষকের কোনো জাত নেই। মজলুম মানুষের জয় একদিন হবেই। আমি সুদিনের অপেক্ষায় আছি।

প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিলেন, ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন উপলক্ষে দেশের বরেণ্য নেতাদের ভাষণ রেডিও ও টিভিতে প্রচার করা হচ্ছে। মওলানা ভাসানীর ভাষণও ৫ নভেম্বর রেডিও ও টিভিতে প্রচার করা হলো।

১১ ও ১২ই নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রায় ১৫ লাখ লোক মারা গেলো। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেবের বাইরে।

মওলানা ভাসানী দুর্গত এলাকা সফর করে এলেন। ২৩ নভেম্বর পল্টনে জনসভায় সেই দুর্গত এলাকার মানুষের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী তুলে ধরলেন। সেই পল্টনের জনসভা ও দুর্গত এলাকার লোকজনদের নিয়ে দেশের অন্যতম কবি শামসুর রাহমান কবিতা লিখলেন। কবিতার নাম, 'সফেদ পাঞ্জাবি।'

"শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান,অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাঁড়ি
উত্তরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়; শোনালেন কিছু কথা, যেন

www.pathagar.com

নেতা নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমিষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হ'য়ে যায়, ঝুলছে সবার কাধে লাশ।
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।
কাঁকা-মুটে, ভিখিরী, শ্রমিক, ছাত্র সমাজ সেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক।
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি,
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমর ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান
প্যাডেল, টেলিভিশন, লম্পোস্ট, রেস্তোরাঁ, ফুটপাত
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!
বল্লমের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়, সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।"

২৩ নভেম্বর জনসভায় মওলানা ভাসানী বললেন, আমাদের কাছে নির্বাচনের চেয়ে মানুষ বড়। আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না। দুর্গত মানুষের সেবায় আমরা সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এ অবস্থায় কেউ যদি নির্বাচন করতে চায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনের বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা দিলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চাই এবং এ নির্বাচন থেকে আমাদের প্রার্থী সরিয়ে নিলাম। আমরা ভোটের আগে ভাত চাই।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনই পেলো। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মওলানা ভাসানী স্বাধীনতাকামী সহযোদ্ধা ও সমমনাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। ২৬ জানুয়ারি হাজিগঞ্জের জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন, স্বাধীনতার জন্য যদি প্রয়োজন হয় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দেবো। ৩০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের জনসভায় মওলানা ভাসানী ভাষণে বললেন, দেশবাসী আপনারা স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকুন। বরিশালের জনসভায় ও ৯ মার্চের পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী বজ্রকণ্ঠে ভাষণ দিলেন, ইয়াহিয়া তুমি মানুষকে ক্ষমতা দিতেছ না। তাই বলি, অনেক হইয়াছে কিন্তু আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন। তোমার ধর্ম তোমার জন্য। আমার ধর্ম আমার–এ নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশ মতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু ফয়সালা না হইলে আমি মুজিবের সহিত হাত মিলাইব। ৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করব। খামাকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।

শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেলো। পাক সৈন্যরা বাঙালি নিধনে মেতে উঠলো। শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ।

৭১ সালের ৩রা এপ্রিল পাক সৈন্যরা মওলানা ভাসানীর সন্তোষে বাড়ি আগুন ধরিয়ে পুড়ে দিলো। তখন তিনি বিন্নাফৈরের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। ১৬ এপ্রিল মওলানা ভাসানী আসামে পালিয়ে গেলেন। ১৭ এপ্রিল আসামের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী ও আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আমেদ আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাঙালি জাতির উপর পাক সৈন্যদের অকথ্য নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ভারতের সাহায্য কামনা করেন। ২৩ এপ্রিল মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিলে তা প্রচারিত হলো। ২৫ এপ্রিল তিনি রাশিয়ান নেতৃবৃন্দের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তারবার্তা পাঠালেন। মওলানা ভাসানী জাতিসংঘ, চীন ও অন্যান্য দেশের কাছেও স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে মদদ যোগানোর জন্য আবেদন জানালেন। তিনি এক বিবৃতিতে দেশবাসীকে জানালেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই।

কিছুদিন পর আসাম থেকে কলকাতায় চলে এলেন মওলানা ভাসানী। মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের সাথে এক জরুরি বৈঠকে বসলেন। ২৪ জুন তাঁর বিবৃতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হলো।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বেলেঘাটায় বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠিত হলো। হঠাৎ মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তিনি চিকিৎসার জন্য দিল্লী গেলেন। সেখানে স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে কথা হলো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে। সুস্থ হয়ে মওলানা ভাসানী আবার ফিরে এলেন মুজিবনগরে। তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি। এই উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন মওলানা ভাসানী। তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মুজিবনগর সরকারকে সহযোগিতা ও সমর্থন যোগালেন।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। দেশের নাম হলো, বাংলাদেশ। শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী অসুস্থ বলে দেশে ফিরতে দেরি হলো। ২২ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী সিলেট সীমান্ত হয়ে টাঙ্গাইলে এসে পৌঁছালেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানীকে মুক্তিবাহিনী ও টাঙ্গাইলের সাধারণ মানুষ প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানালো।

দেশে ফেরার পর মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দিলেন, আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করবে ততদিন আমি সমর্থন দিয়ে যাবো। ১৯৭৪ সালের ৮ই এপ্রিল সন্তোষের সম্মেলনে মওলানা ভাসানী হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি গঠন করলেন। এতে সমিতির কার্যালয় ও পাঠাগার উদ্বোধনকালে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী বললেন, পলাশীর পরাজয়ের পর হইতে বাংলাদেশে কত বিদ্রোহ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তজ্জন্য বাংলার মানুষ বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। কিন্তু পরিণামে বুঝা গেল যেহেতু জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় নাই তাই কাজের কাজও কিছুই হয় নাই। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনগণের হক বা অধিকার প্রদানই হুকুমতে রব্বানিয়ার প্রথম শর্ত। আমি উপলব্ধি করিয়াছি গভীর আদর্শবোধসম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রবান এবং আপসহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সঠিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন।

মওলানা ভাসানীর চিরকালীন স্বপ্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। ১৯৭০ সালের ৮ই ডিসেম্বর সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন তিনি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ইসলামের সত্যিকার মানবিক আদর্শে একটি অসাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবেন-যা বাঙালির জীবনযাপন ও জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে। মুক্ত মনের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পবিত্র কুরআন-হাদিসের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাঠ

www.pathagar.com

করবে। সেখানে গণমুখী গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। ধর্মান্ধতা দূরীভূত হবে। লেখাপড়া ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করতে আসবে তারা হাতে কলমে কাজ শিখবে। দৈহিক পরিশ্রম করবে। লবণ ও কেরোসিন ছাড়া সব কিছু আপন হাতে উৎপাদন করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত হবে।

প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিভাগ থাকবে। শিশু শিক্ষা, কিশোর শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রস্তুতি কেন্দ্র ও উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। পাঠক্রমে ইসলামী, মানবিক, সামাজিক, বিজ্ঞান, বাংলাভাষা, বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ এ রকম উনিশটি শাখা থাকবে।

মার্কিন চার্জ দ্যা এফেয়ার্স সিডনী সোপার ১৯৭০ সালের ২৯ মে'তে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে কোটি টাকা অনুদান দেয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী ধন্যবাদ সহকারে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি কোনো প্রকার বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করতে রাজী নন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়ে ইচ্ছেমতো নিজের স্বার্থে অনেক কাজ করাতে পারেন। কিন্তু তিনি কারো কাছে জীবনে হাত পাতার লোক নন। ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হঠাৎ নিজে যেচে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করলেন সন্তোষ গিয়ে। বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হবে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশও জারী করতে চাইলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মওলানা ভাসানী সম্মত নন।

'৭৫ সালের ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় মওলানা ভাসানীকে এই প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু নিজের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মওলানা ভাসানী আবারো তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বরাবরই আত্মপ্রচার বিমুখ।

'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হলেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করলেন। তাঁর আমলে ভারতের ফারাক্কা মারাত্মক সঙ্কট দেখা দিল।

'৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানী ফারাক্কা আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিলো হাজার হাজার মানুষ। ফারাক্কা বাঁধে যাওয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে চাঁপাইনওয়াবগঞ্জে জড়ো হলো। ফারাক্কা মিছিলে আগত জনতার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। প্রথমে বক্তৃতা করলেন রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে, পরে চাঁপাইনওয়াবগঞ্জে। জিয়া সরকার আশ্বাস দিলো, বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনায় বসবেন। মওলানা ভাসানী মিছিল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার পরিকল্পনা বাদ দিলেন। হঠাৎ মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলো। '৭৬ সালের ৫ এপ্রিল তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই ফারাক্কা সমস্যা ও অন্যান্য জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বিরামহীনভাবে কাজ চালিয়ে গেলেন।

১৮ এপ্রিল মওলানা ভাসানী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফারাক্কা বাঁধের সমস্য সম্পর্কে বিস্তারিত পত্র লিখলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এর সমাধানকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ফারাক্কা-মিছিল নিয়ে ১৬ মে তারিখে সীমান্ত অতিক্রম করে ফারাক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করবেন। ৪ঠা মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মওলানা ভাসানীর পত্রের উত্তর দিলেন। এই চিঠিতে তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করলেন।

কিন্তু ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হলো না। মওলানা ভাসানী তাই ১৫ মে ফারাক্কা মিছিল করলেন। হাজার হাজার জনতা মিছিলে যোগ দিলো। রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান থেকে কানসাট সীমান্ত পর্যন্ত একানব্বই মাইল পথ তিনি মিছিলের সাথে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলেন। এতো ধকল তার দেহ সইলো না। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

২৮ মে মওলানা ভাসানীকে পি. জি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কিছুদিন চিকিৎসার পর সন্তোষ ফিরে গেলেন। '৭৬ সালের ৩১ জুলাই অসুস্থতার কারণে মওলানা ভাসানী আবার পি. জি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ৪ঠা আগস্ট তাঁর দেহে একটি অপারেশন করা হলো। এতেও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলো না।

১৪ আগস্ট চিকিৎসার জন্য তাঁকে লন্ডনে পাঠানো হলো। ১৫ আগস্ট ভর্তি হলেন সেন্ট পিটার্স হাসপাতালে। ১৯৭৬ আগস্ট তাঁর দেহে আরেকটি অপারেশন করা হয়। আরোগ্য লাভের পর ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফিরে এলেন। এর আগে লন্ডনে থাকাকালে প্রবাসী বাঙালীরা কনওয়ে হলে তাঁকে এক প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানালো।

লন্ডন থেকে ঢাকা। ঢাকা থেকে সন্তোষ ফিরে মওলানা ভাসানী নতুন আরেকটি সংগঠন তৈরি করলেন। নাম দিলেন, খোদাই খিদমতগার। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সহমর্মিতা গড়ে তোলা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ফারাক্কা আন্দোলন ত্বরান্বিত করা। এর প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা।

'৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর সন্তোষ খোদাই খিদমতগার সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বললেন, অন্যায়ের প্রতি অনীহা আমাকে সারা জীবন বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার প্রেরণা যুগাইয়াছে। এই স্বভাবজাত প্রবণতার সহিত যোগ হইয়াছে আসামের জলশ্বরের সুফী সাধক হযরত শাহ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর অধ্যাত্ম শিক্ষা। আরো যোগ হইয়াছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধাপে ধাপে খেলাফত আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান যুগে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন হইতে স্বাধিকার, স্বাধিকার হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন–এই সবই আমি ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু হইতে অবলোকন করিয়াছি।'

মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্য ক্রমে অবনতির দিকে যেতে থাকলো। '৭৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য তাকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কিন্তু চিরকাল যে মানুষ উল্কার মতো ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, তিনি কি শুয়ে থাকতে পারেন? ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তিন দিন পরেই তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। তখন কে জানতো, এটিই তাঁর জীবনের শেষ সাংবাদিক সম্মেলন। মওলানা ভাসানী দেশে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন।

১৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী সন্তোষে গেলেন খোদাই খিদমতগার-এর প্রথম সম্মেলনে ভাষণ দেবার জন্যে। ঐ দিনই আবার একই হাসপাতালে ফিরে এলেন অসুস্থ হয়ে। চার দিন পর '৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর বুধবার রাত ৮টা ২০ মিনিটে হাসপাতালের ৯ নম্বর কেবিনে কিংবদন্তীর মহানায়ক মওলানা ভাসানী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও তিনি কথা বলেছেন সবার সাথে। ইথারে ইথারে তাঁর মৃত্যু সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে গেল।

মজলুম জননেতার মৃত্যুর পরপরই রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে সমবেত হলেন। ভোর বেলায় মরদেহ রাখা হলো টি.এসসি-তে। জলোচ্ছ্বাসের মতো মানুষের ঢল নামলো টি.এস.সি-তে। সবাই এক মহানায়কের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ব্যাকুল। চারদিকে শুধু শোকের কান্নাধ্বনি। সবার চোখে বেদনার অশ্রু। দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসেছে। বালক-বৃদ্ধ-যুবক।

www.pathagar.com

সারিবদ্ধভবে সবাই দ্রুতপদে এগিয়ে মওলানা ভাসানীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কফিনে মওলানা ভাসানীর মরদেহ রাখা। কফিন লাল ও সবুজ রঙের জাতীয় পতাকায় ঢাকা। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে কফিন। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় কফিন রাখা হয়েছে।

জানাজার জন্যে কফিন নেয়া হলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ঘড়িতে তখন বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট সময় বাজে। গোটা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তখন লোকে লোকারণ্য। লাখো জনতার উপস্থিতিতে জানাজা শুরু হলো বেলা ১২টা ১২মিনিটে। ১২টা ৩৫ মিনিটে কফিন নিয়ে আকাশে হেলিকপ্টার উড়লো। গন্তব্যস্থল, টাঙ্গাইল। হেলিকপ্টার নামলো টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজ ময়দানে। লাখো জনতা সেখানেও অপেক্ষা করছে।

দেশবরেণ্য মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর একটি স্বপ্ন ছিলো সে স্বপ্ন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। এই স্বপ্ন তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়নি। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে এই গণ-নায়ককে দাফন করা হলো। এখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

ষাট দশকের তুখোড় বিপ্লবী কবি, মওলানা ভাসানীর পরম স্নেহের ছাত্রনেতা ও আজকের টাঙ্গাইলের জননেতা বুলবুল খান মাহবুবও তার রাজনৈতিক গুরুকে হারিয়ে কবিতা লিখলেন, 'চর ভাসানের মওলানা নেই'। কবিতাটি আজো জনপ্রিয়।

কবে কোন রুদ্র ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে কিষাণের পড়ো পড়ো ঘর
মহামারী বন্যায় প্রাণ দিলো ক'হাজার দেহাতী মানুষ
কোন্ শস্য ক্ষেতে কবে পঙ্গপাল নিয়ে আসে ভয়াল প্রত্যুষ
যুগ যুগ আমরা তা রাখিনি খবর।
ব্যস্ত জনপদে যারা রাজনীতি, কবিতা ও কফির ধোঁয়ায়
নির্বাচন নিয়ে মাতে, তর্ক জমে মিছিলের সার্থকতা দূর সাহারায়
অকস্মাৎ শুনি এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর।
কোথায় মড়ক লাগে পদ্মায় জল নেই মুমূর্ষু বাংলার খবর
অজানার অন্ধকার গর্ভ থেকে জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে উঠে
আসে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ
একটি কণ্ঠ হ'তে লাঞ্ছিত মানুষের সহস্র সংবাদ।
নতজানু স্বদেশের কানে
কী মন্ত্র দিলেন তিনি সৌম্যযোগী বৃদ্ধ ভাসানী

www.pathagar.com

পল্টনে, রমনায়, টোবাটেক-সিংয়ে
যৌবনের স্পর্ধায় কী অসীম দুঃসাহস নিয়ে
শতাব্দীর গ্লানি ভুলে দাঁড়ালো স্বদেশ
জীবনের জয়গানে মুখরিত বাংলা আমার।
মিছিল এগিয়ে চলে
দৃঢ় হাতে লাল ফেস্টুন
মিছিল এগিয়ে যায়
শ্লোগানে আগুন
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে পুড়ে ছাই শতাব্দীর সনাতন গ্লানি
এ মিছিলে আগুয়ান
খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু ভাসানী।
ইতল বেতল ফলের বনে, স্তব্ধ অশত্থ বটের ছায়ায়, দৃষ্টি উদাস আকাশ তলে
শব্দহীন ভালোবাসায় আজকে তিনি গেলেন চলে
ফসল ভরা মাঠের ধারে নিঃস্ব চাষীর ঘরে পেরিয়ে
নরম কাদা বিলের পাশে পায়ে চলার পথ ছাড়িয়ে
এই যে তিনি গেলেন চলে।
অন্তপারের সে পথ ভেজা শেষ বিদায়ের অশ্রু জলে।
কালো পোশাক আচ্ছাদিত নির্মম ট্রাফিক পুলিশ
হাত ওঠাতেই থেমে গেল ব্যস্ত স্বদেশ
শুধু একটি মানুষ হেঁটে চললেন ভালোবাসার ফুল কুড়াতে কুড়াতে
শ্রদ্ধায় নতজানু পৃথিবীর অশ্রু ভেজালো পা
শুধু তিনি হেঁটে চললেন অন্তহীন আলোর পথ ধরে
বললেন তোমরা ভাল থেকো
হে আমার আত্মজেরা, হায়েনার মুখোমুখি শ্বাপদের উদ্যত থাবায়
জীবনের দৃঢ় আশ্বাসে

www.pathagar.com

চিরদিন ভাল থেকো মানুষের অধিকার নিয়ে।

ভাসানের চরে হু হু হাওয়া আজ ফেরারী বাউল

কতোদূর হ'তে বাংলায় আনে অশ্রু মেঘ

সূর্য সঙ্গ হারিয়ে পৃথিবী মৌন ম্লান

জানে রাত শেষে ফুটবে না আর একটি ফুল।

ব্যস্ত কিষাণ শুনেছো কী তোমার নেতা হারিয়ে গেছে

গুম্‌রে উঠা বুকের ব্যথা বলবে না কেউ আর কোনদিন

বিদ্রোহী সেই কণ্ঠ যে হায় হারিয়ে গেছে আজকে নিজেই।

শুনলেন তো আপসহীন নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের প্রিয়নেতা মওলানা ভাসানীর জীবনী গল্পটি। কেমন লাগলো?

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তাতে কি হয়েছে, তাঁর মহান আদর্শ রয়েছে তো! সেই আদর্শে আপনারা জীবন গড়লে তাতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

মওলানা ভাসানী তুলনা ভাসানীই। তিনি ক্ষমতা ও অর্থলোভী ছিলেন না। সারাটি জীবন ছনের ঘরে চকিতে ঘুমাতেন। তিনি খদ্দরের পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরতেন। মাথায় থাকতো তাঁর তালপাতার টুপি। তিনি মৃত্যুকালে কোনো ধন সম্পত্তি রেখে যাননি।

আমিও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়ে গান লিখেছি। গানটির দুটি কলি আপনাদের ভালো লাগলে আমি ধন্য হবো।

ঘুমাও নেতা বিশ্বনেতা

এই সন্তোষের মাটির কোলে।

অন্যায় দেখে জাগে না কেউই

তোমার মতো খামোশ বলে॥

তাঁর স্ত্রী আলেমা ভাসানী আজ বেঁচে নেই। আপনারা টাঙ্গাইলের সন্তোষে এলে মমতাময়ী আলেমা ভাসানীকে আর দেখতে পাবেন না এবং তাঁর সাথে আলাপ করতে পারবেন না। তিনি আপনাদেরকে স্নেহ-আদরে বুকে টেনে নেবেন না আর। আপনারা সন্তোষে এলে মওলানা ভাসানীর মাজার জিয়ারত করতে পারবেন। কবে আসবেন?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মওলানার ভাসানীর বাণী

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

॥ রাজনীতি ও সমাজনীতি ॥

১

যাহারা ক্ষুধার্ত মানুষদের পক্ষে কথা বলিয়া ক্ষমতায় যায়, ক্ষমতাসনে থাকিয়া তাহারাই আবার অন্ন-বস্ত্রহীন অসহায় মানুষদের কথা ভুলিয়া যায়। ফলে গরীব আরও গরীব হয়। ক্ষমতায় যাইয়া ধনী আরও ধনী হয়। এই নিয়ম এখন প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আসলে মানুষের নৈতিক চরিত্র ভাল না হইলে ক্ষমতায় গিয়া লাভ নাই। যতদিন পর্যন্ত চরিত্রবান, নির্লোভ, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, ধর্মভীরু, জনদরদী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না যাইবে ততদিন পর্যন্তই এই দেশের গরীব কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার দুঃখ-দুর্দশার অবসান হইবে না। আর এই জন্য আমি বলি ভোটের আগে ভাত চাই।

২

দেশের কৃষক শ্রমিকেরাই উৎপাদনের চালিকাশক্তি। যে কৃষক বৃষ্টিতে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শরীরের রক্ত পানি করিয়া উকিল মোক্তার ছাত্র-শিক্ষক, জজ-ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, ধনিক, বণিক ও সকল শ্রেণীর মানুষের খাদ্য উৎপাদন করে তাহাদেরই ঘরে খাইবার নাই, পড়িবার কাপড় নাই, রোগ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের সুবন্দোবস্ত নাই- যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করিয়া বড় লোকদের জন্য জীবন দেয়, তাহারা শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায়না, অধিকার লইয়া সমাজে বাস করিত পারে না – ইহার চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। অবহেলিত আল্লাহর এই বান্দাদের দুঃখ-দুর্গতি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমার সংগ্রাম চলিবেই।

৩

যেখানে মানুষ নাই – সেখানে ধর্ম নাই। যে স্থান জন–মানবহীন সে জায়গা আদর্শবিহীন। মানুষই যদি না বাঁচিয়া থাকে সেখানে আদর্শ বাঁচিয়া থাকিবে কিভাবে?

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আগে মানুষ বানাইয়াছেন পরে আদর্শের বাণী পাঠাইয়াছেন। তাই আমি সরকার ও আদর্শবাদী লোকদিগকে বলি, আগে আপনারা দরিদ্র, অসহায় বঞ্চিত, দুর্গত এলাকার ক্ষুধার্ত মানুষদিগকে বাঁচান তাহার পর আদর্শের কথা বলুন। কারণ আদর্শের চাইতে সেখানে মানুষ যেমন বড় অপরদিকে সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজের জন্য মানুষের চাইতে আদর্শও তেমনি বড়।'

৪

অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, মিথ্যা–কুসংস্কারের কুঝ্জটিকা হইতে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করার জন্য সৎচরিত্রবান, স্বাধীনচেতা, ধর্মভীরু, নির্লোভ, ত্যাগী ও দুর্নীতি মুক্ত খাঁটি নিঃস্বার্থ জনগণের কল্যাণকামী নির্ভীক দেশপ্রেমিক প্রয়োজন। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর লোকের এত অভাব যে, লক্ষ লোকের মধ্যেও তাহাদের সংখ্যা উল্লেখ করিবার মত নয়। তাই যাহা হইবার তাহাই হইতেছে – যাহারাই দুর্নীতি দমনের নাম লইয়া ক্ষমতায় উঠিতেছে তাহারাই কিছু দিন পরে গণধিকৃত হইয়া দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হইয়া ক্ষমতা ছাড়িতেছে। এই নিয়ম বা বিধান পাকিস্তান হওয়ার পরেও চলিয়াছে বাংলাদেশেও চলিতেছে। শয়তানী-নফসানী শক্তিধর ক্ষমতাসীন দুর্নীতিবাজদের নির্মমভাবে খতম না করা পর্যন্ত এই নিয়ম বহাল থাকিবে। তাই জনগণকেই এই দুর্নীতিবাজ মানুষরূপী পশুদের সমূলে উৎখাত করিতে হইবে এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক লোকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসাইতে হইবে তবেই জনতার দুর্গতির অবসান হইবে।

৫

আদর্শের চেয়ে মানুষ বড়।

৬

দারিদ্র্যকে দূর করিয়া দাও, শোষণকে নির্মূল করিয়া দাও, সবার মুখে হাসি ফুটিতে দাও, আমার কাজ তখনই ফুরাইবে।

৭

পশ্চিমের শূকর সাদা হইতে পারে আর পূর্বের শূকর কালো হইতে পারে, সব শূকরই হারাম। শোষণ ছাড়া শোষকের কোন ধর্ম, জাত নাই।

৮

বড় লোকদের এক শ্রেণীর দালালরা বলে – ধনী-গরীব আল্লার সৃষ্টি। তাহারা বলে যেহেতু আল্লাহ আপনাদিগকে গরীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাদের দুঃখ-

www.pathagar.com

কষ্ট থাকিবেই। ঐ সব পণ্ডিতদের কাছে জিজ্ঞাস্য, পৃথিবীতে যখন প্রথম আদম জাতির আবির্ভাব হয়, তখন কে ধনী আর কে গরীব ছিল? সেই যুগে হজরত আদম ও তার সন্তান-সন্ততিগণকে কি কঠোর পরিশ্রম করিয়া আহার সংস্থান করিতে হয় নাই? তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের জমিদার শ্রেণীকে কে সৃষ্টি করিয়াছিল?

৯

সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পটভূমিকায়ই একটি রাজনৈতিক দর্শন তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আজ সেই যুগ নাই। একজন ভাল হইলেই সব ভাল হয় না। আজ জনগণের যুগ। জনগণকে এক মাত্রায় উপলব্ধি করিতে হয়। তাহা হইলেই নতুন ইতিহাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১০

মানুষের অন্যায় ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়া লাভ কি? প্রকৃতির চেয়ে কি মানুষ বেশী ক্ষমতাবান হয়? প্রকৃতি যাহা ছিনাইয়া নেয় তাহার বিনিময়ে সমান পরিমাণ অংশটুকুও কি আমরা অর্জন করিতে পারিনা?

১১

বিসমার্কের আমল হইতে ঔপনিবেশিকতার কল্যাণে প্রথম মহাযুদ্ধের বীজ বপন শুরু হইলেও উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইউরোপবাসী ১৮৭০ সালে নয়, ১৯১৪ সালেই মহাদুর্যোগের মুখোমুখি হইয়াছিল। আবার এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য হইতেই আদর্শবাদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস-যজ্ঞ তৎকালীন বিশ্ববাসীর জন্য যত ক্ষতিই করিয়া থাকুক না কেন, ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য উহা যে কল্যাণ বহন করিয়াছিল, তাহা হইল – মানবতার নামে রাজনীতি-অর্থনীতিকে সমসূত্রে গাঁথিয়া দ্রুত সম্প্রসারিত করা।

১২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানব জাতি যেমন উপলব্ধি করিয়াছে, ঔপনিবেশিকতা একটি অভিশাপ এবং উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন – ঠিক তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববাসী স্বীকার করিয়াছে পুঁজিবাদ অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ শ্রেষ্ঠতর এবং উহা কায়েমের জন্য সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন অপরিহার্য।

www.pathagar.com

১৩

আমাদের সংগ্রাম দুই মুখী হইতে হইবে। একটি প্রত্যক্ষ আর একটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষটিতে থাকিবে বিদ্রোহ, পরোক্ষটিতে থাকিবে শোধন। দুই দিকই যদি একতালে চালাইয়া যাইতে পারি, তবেই আমরা ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব।

১৪

জনগণের সচেতনতা দুনিয়ার অশুভ সকল শক্তিকে ব্যর্থ করিবেই।

১৫

আমাদের দুয়ারে আজও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অভিশাপ বর্তমান। আজও নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য বিরাজমান। আজ তাই দরকার তীতুমীরের বিদ্রোহ, শরীয়তুল্লাহ্‌র সংস্কার আর ক্ষুদিরামের ত্যাগ।

১৬

আমি মানুষকে দেখিয়াছি – আমি দেখিয়াছি যে মানুষ কাঁদিতেছে, সে-ই আবার বিদ্রোহ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি, যে মানুষ নীচু তলার আধারে পঁচিতেছে, তাহারাই বুলেটের মুখে আত্মাহুতি দিতেছে।

১৭

জমির পরিমাপে মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ করাটা আমি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। জমিদার-মহাজনদের সুপরিকল্পিত শোষণের পরিচয় যে দিন পাইয়াছিলাম, সেই দিনই মনে চাহিয়াছিল, গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে দুমড়াইয়া নতুন কিছুর পত্তন করি।

১৮

গড়িতে হইলে আগে ভাঙ্গিতে হয়। মানুষের মুক্তি আপোষ রক্ষায় আসেনা। সুদূরপ্রসারী কর্মসূচিভিত্তিক বিপ্লবই ইহার একমাত্র পাথেয়।

১৯

আমি একটি সিদ্ধান্তে গোড়া হইতেই পৌছিয়াছিলাম। তাহা হইল আন্দোলনকে গ্রামে লইয়া যাওয়া এবং প্রত্যন্ত গ্রামের স্বরূপ হইতেই রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা। ইহার কারণ খুব সহজ। শতকরা ৯০ ভাগের বেশী মানুষ গ্রামে বাস করে। তাহাদের জিন্দেগী সুস্থ না হইলে দেশ-জাতির কল্যাণ হইতে পারে না। আরও একটি কারণ আছে বটে। শহুরে লোক লইয়া দীর্ঘ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় না।

www.pathagar.com

তাহারা কয়দিন পরই ভাঙ্গিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে গ্রামের লোক কত দুঃসাহসী, কত আন্তরিক, কত অনুগত! এই তিন গুণের মাধ্যমে কি যে অসাধ্য সাধন করা যায় তাহা আমি লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। যে যাহাই বলুন না কেন– জমিদার-মহাজনদের অকথ্য অবিচার, শোষণের মোকাবেলা গ্রামের লোকই করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও ঐক্য দান করাটাই ছিল শুধু আমাদের কাজ।

২০

ক্ষুধা লইয়া যাহারা রাজনীতি করেন, তাহারা ক্ষুধার্ত হইতে চাহেন না। ক্ষুধার্তের মত পরিশ্রমও করিতে চাহেন না। ইহাই পরিহাস।

২১

বর্ণ, জাতি বা ধর্মবিদ্বেষ শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য বিনষ্ট করার প্রকৃষ্ট পন্থা–আর শ্রমিক শ্রেণীর বিভেদই মালিক শ্রেণীর মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার সুনিশ্চিত গ্যারান্টি।

২২

ব্রিটিশ শাসনের আমলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ এবং স্বাধীনতার পর (সাবেক) পাকিস্তানের বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধের দরুন দেশবাসী লাভবান হয় নাই। লাভ হইয়াছে কোটিপতিদের। লাভ হইয়াছে শিল্পপতি ও শাসকদের। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, হিন্দু-মুসলিম বা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ একেবারেই কৃত্রিম। সেই বিরোধ দুরভিসন্ধিমূলক লোকদের স্বার্থে নিজেদের হাতে গড়া।

২৩

যাহারা হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, যাহাদের বাড়ীর কয়েক মাইল সীমানায় অন্যের জমি নাই, তাহারাই সব কৃষক নেতা। তাহারা কৃষকের সমস্যা কৃষকের দুঃখ বুঝে না। তোমরা যাও – একটা গ্রাম বাছিয়া লইয়া কৃষকদের সহিত আলাপ কর – সার্ভে কর। দেখিবে জাতির মেরুদণ্ড কৃষকেরই মেরুদণ্ড নাই।

২৪

আল্লাহর দুনিয়ায় সকল মানুষের সমান অধিকার। আল্লাহর নিয়ামত পৃথিবীর ধনভাণ্ডার, জগতের ঐশ্বর্য আল্লাহর সৃষ্টির জন্যই উৎসর্গিত। মানুষ রাজা হইয়াছে, মানুষ বিত্তশালী হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো অপর মানুষকে প্রবঞ্চিত করিয়া। মানুষে মানুষে এই যে কৃত্রিম অসাম্য তাহার দায়ী যে বিধান আর সমাজ-ব্যবস্থা–তাহার উৎপাটন আল্লাহরই নির্দেশ।

www.pathagar.com

২৫

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। ইহার চেয়ে বড় সম্মান মানুষের আর হইতে পারেনা। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ সেই সমানের অবমাননা করিয়াছে। হিটলার-মুসোলিনী সেই অপমানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাহারা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রেতাত্মারা আজও দুনিয়ার বুকে বিভীষিকা সৃষ্টির অপচেষ্টায় মত্ত। ঐশ্বর্যের ঝলসানি আর প্রতাপের দম্ভে ফ্যাসিস্ট শক্তি দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আজ তাহাদের বুটের সঙ্গে বাঁধিয়া নিয়া আবার সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ আর তাহার সভ্যতার বিরুদ্ধে সে এক চ্যালেঞ্জ।

ঃ------- কিন্তু আজ মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে এবং দেশে-দেশে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। একের দুর্দিনে আজ সারা দুনিয়ার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে আসে আগাইয়া। তাহাকে আমরা বলি জনমত। বিশ্বে এই জনমত উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা আজ আর কাহারও নাই। প্রেসিডেন্ট ট্রু ম্যান তাহা ভালভাবেই জানিতেন। আর জানিতেন বলিয়াই ম্যাক আর্থারকে কোরিয়া হইতে অপসারণ করিয়া ট্রম্যান আর একটি আণবিক ধ্বংসলীলার হাত হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইয়াছেন।

ঃ----- আগে রাজা নিজের স্বার্থে যুদ্ধ বাধাইত। নিজের স্বার্থে যুদ্ধ থামাইত। মাঝখানে নলখাগড়ার মত আত্মাহুতি দেওয়া ছাড়া সেকালে সাধারণ মানুষের আর কিছু করিবার ছিল না। কিন্তু এই কালের মানুষ কোরিয়ার জনগণকে নিশ্চিত মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে তাহাদের সপক্ষে মৈত্রীর আওয়াজ তুলিয়া। সে আওয়াজ স্তব্ধ করিয়াছে আমেরিকার যুদ্ধবাজদিগকে। হতবাক করিয়া দিয়াছে দুনিয়ার শোষক শ্রেণীকে। সে আওয়াজ মৈত্রীর আওয়াজ আর নিপীড়িত মানুষের জন্য সে মহান আওয়াজ তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন আমার নায়েবে রসুল (সা)।

২৬

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার খোদাপ্রদত্ত। তাহাকে হরণ করিবার স্পর্ধা মানুষ রাখে সত্য। কিন্তু সে মানুষকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতাও আছে মানুষের। তাহার সাক্ষ্য জর্জ ওয়াশিংটন, লেলিন, মাওসেতুঙ, গান্ধী। আর সাক্ষ্য অগণিত জনতা – যাহারা যোগাইয়াছিলেন তাহাদের শক্তি– বুকের রক্ত দিয়া, প্রাণ দিয়া।

২৭

রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা নির্ভর করে আদর্শ নিষ্ঠার উপর। আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে দেশবাসী জনপ্রিয় নেতাকেও বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিবেন।

www.pathagar.com

২৮

ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ অনেক ঊর্ধ্বে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা আর যাহাই হউন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মর্যাদা লাভ করিতে পারেন না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। ব্যক্তির দোষে গোটা জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। এই কারণেই নেতা মানি আমি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিকে।

২৯

আমার নেতা কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। আমার নেতা দেশের জনতা। দেশের অধিবাসী। আপামর জনসাধারণ।

৩০

দেশ সেবার একচ্ছত্র অধিকার কাহারো নাই। কাজের মধ্যে দিয়াই দেশপ্রেমিকের পরিচয় হয়। ভাল কাজের মধ্য দিয়া নেতারা জিন্দাবাদ ধ্বনি লাভ করেন। কিন্তু খারাপ কাজ করিয়াও কি নেতারা জিন্দাবাদ পাইবেন– এইরূপ আশা করেন?

৩১

নেতৃবৃন্দকে কখন জিন্দাবাদ দেয়া উচিত নয়। ইহাতে তাহাদের মাথা খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে। জিন্দাবাদের একমাত্র অধিকারী–কর্মসূচি। জিন্দাবাদ হইবেন দেশের জনসাধারণ। জাতিকে বাঁচাইতে হইবে আর বাঁচাইতে হইবে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিকে। দেশবাসীকে প্রদত্ত কর্মসূচির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সঠিক জবাব দেশবাসীই দিবেন।

৩২

সন্তানের মৃত্যুতে মাতাকে কাঁদিতে না দিলে সে বেদনা যেমন মায়ের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কোন জাতির স্বাভাবিক মনোভাবকে তেমনি শক্তির জোরে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা না মরিয়া মানুষের মনে আগ্নেয়গিরিরই সৃষ্টি করে। সে আগুন কোন দিন নিভে না বরং শুধু বৃদ্ধিই পায়। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাকে নিভাইতে পারে নাই। একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাইবেও। ইতিহাস মানুষের মনের সেই অগ্নিমূর্তিকে আখ্যা দিয়াছে বিপ্লব।

www.pathagar.com

৩৩

জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি আছে। অধিকারও আছে। সম্পদশালী ঐতিহ্যই তাহার চলার পথের শ্রেষ্ঠতম পাথেয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষে বা দল বিশেষের স্বার্থপরতা জাতীয় প্রগতি ব্যাহত করিতে পারে সত্য, কিন্তু উহার মাশুল একদিন তাহাকেও দিতে হইবে ষোল আনায়। সুদে-আসলে বাঙ্গালী তাহার প্রতিশোধ নিবেই।

৩৪

ইসলাম আমার ধর্ম। বাঙ্গালী আমার জাতিত্ব। ভৌগোলিক অবস্থান আমার বাংলাদেশ। বাংলা আমার সংস্কৃতি, বাংলা আমার মুখের ভাষা, বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাঙ্গালী হিসাবে আমার আছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বাঙ্গালী জাতির আছে এক বিরাট ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঃ রবুবিয়াত ঃ

১

ইসলাম সাম্যবাদের ধর্ম। সে ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিবার অধিকার সকল মুসলমানেরই আছে। কিন্তু কোন মুসলমানের ঈমানের প্রশ্ন তুলিবার অধিকার কাহারো নাই। সে চেষ্টা যাহারা করেন– তাঁহারা আমার মতে ভুল করিয়া থাকেন। এই বিশেষ অধিকারটির একমাত্র মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা।

২

মানুষের সকল অভাবের কারণই হইল আল্লাহর মালিকানায় অবিশ্বাস। শুধু সমবণ্টনের ব্যবস্থা করিলেই চলিবেনা– প্রত্যেকের প্রয়োজনটুকুও দেখিতে হইবে। কেবল প্রয়োজনমাফিক ভোগাধিকার দিলেই চলিবেনা, তাহাতে আল্লাহ্‌র মালিকানাও আরোপ করিয়া রাখিতে হইবে। তবেই কায়েম হইবে হুকুমতে– রব্বানিয়া, সেই হুকুমতের সবাই হইবে রব্বানী বান্দা।

www.pathagar.com

৩

রব্বানী বান্দার কোন 'পকেট' থাকিবেনা যে সঞ্চয় করিবে। কারণ যতদিন পকেট থাকিবে ততদিন সমাজে পিকপকেটও থাকিবে। যে কোন নামাকরণেই হউক না কেন শোষণ বন্ধ হইবেনা, যদি না চূড়ান্তভাবে সবকিছুতে আল্লাহর মালিকানা কায়েম হয়।

৪

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কোন দেশের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বান্দার হক বুঝাইয়া দেওয়াই হইল হুকুমতে রব্বানিয়ার প্রথম শর্ত।

৫

আমি চাই আল্লাহর উদ্দেশ্য হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েম করিয়া হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব চাহিদা পূরণ করিতে। ইহার সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই। তাই সকল ধর্মাবলম্বী ইহার উপকারিতা উপভোগ করিতে পারিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটিবে – ইহাই আমার কামনা।

৬

রবুবিয়াত কোন ধর্মের কথা নহে। উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। ইহা সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণকর একটি শাশ্বত বাণী।

৭

কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে উহা আল্লাহর নামে না হইয়া রাষ্ট্রের নামে হইতে হইবে। আলেম-ওলামারা সকল কিছুতে আল্লাহর মালিকানা মানিয়া লইয়া থাকেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করেন না। এইভাবে হুকুমতে রব্বানিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী দুইটি মতবাদ রহিয়াছে, ইহা আমার অনুসারীদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

৮

এই পার্থিব জীবনে খাওয়া-পরার সংস্থানের রপ্ত মানুষের অপর একটি চাহিদা থাকিয়া যায়। তাহা হইল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। উহা সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, সৃষ্টি জগতের রহস্য, সামাজিক, পারিবারিক বন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিরাজ করিতেছে।

www.pathagar.com

৯

আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, যত সরকারই বদল করি না কেন, কোন ফলোদয় হইবেনা যদি না শাসকবর্গ চরিত্রবান হয়। শাসক চরিত্রবান হইলে সমাজই কল্যাণময় পূত-পবিত্র পরিবেশের দিকে ধাবিত হইবে। চরিত্রবান লোকেরাই কেবল আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করিতে পারে। আমি তাই হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতির আশ্রয় লইয়াছি। দোয়া করি আল্লাহ্‌র মরজী হউক, এই সমিতির জরিয়তে বিশ্ব মানবতার জয় হউক।

১০

সকল সৃষ্টির অন্তরালে সামগ্রিক এবং বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ 'রব' গুণে গুণান্বিত হইয়া শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন না সব কিছুকে বিশেষ উদ্দেশ্যে লালন-পালনও করিতেছেন। স্রষ্টার এই পালনবাদের আদর্শই হইল রবুবিয়াত।

১১

'ইসলাম' আসিয়া পূর্ণ রূপ দিল রবুবিয়াতের। ইহাতে বাদ পড়ে নাই বস্তুবাদ–যে বস্তুবাদ আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট। বিশ্বশান্তির আলোকবর্তিকা হইয়া তাহা মূর্ত রূপ নিল। ব্যক্তির মুক্তি বড় কথা নহে। সমগ্রের শান্তিই শেষ কথা। কিন্তু কোলাহল আর সংঘাতের বেড়াজালেও সুফী কি চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সুখী, তাহা সমষ্টিগতভাবে কখনো ভাবিয়া দেখা হইয়াছে কি? অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি তথা সার্বিক প্রগতি সেই আলোকে হইতে পারে না কি? মানুষ যদি 'আমি' ও 'আমার' এই ধারণা দুইটি আপনাকে কেন্দ্র করিয়া না ভাবে এবং ভাবিতে গিয়াই যদি সর্বব্যাপী হিসাবে ভাবে, তবে বাঞ্ছিত বিশ্বশান্তি কেন আসিবে না?

১২

আমি দেখিতে পাইতেছি, নানা মতবাদ নানা পন্থা মানুষকে নতুন নতুন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রেণীহীন সমাজের কথা ভাবিতে গিয়া মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস, একমাত্র রবুবিয়াতের দর্শনই জাতি, ধর্ম, মতবাদ নির্বিশেষে সকলের শান্তি দিতে পারে। সবার লক্ষ্য যদি স্রষ্টা হয়, সকল সমস্যার সমাধান কল্পে যদি স্রষ্টার নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাহলে অশান্তি, অসাম্য ও হিংসার লেলিহান যুদ্ধবিগ্রহ চিরতরে দূর হইয়া দুনিয়ার সকল আদম সন্তান ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

www.pathagar.com

১৩

খাইয়া পরিয়া স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে ঃ কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত চরিত্র গঠন হইবে না। মনে রাখিও, সাময়িক ভাবোন্মাদনায় যে উন্নত চরিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা জোয়ার-ভাটা মাত্র।

১৪

যাহারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন, মানুষের নৈতিক ও আত্মিক জীবন তাহার বৈষয়িক জীবনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনের এই দুইটি দিক বাদ দিয়া আমরা যে বৈষয়িক মানুষকে পাই সে মানুষ গোটা মানুষ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি ছাড়া বৈষয়িক উন্নতি মানুষকে অন্ধ করিয়া তোলে। আবার বৈষয়িক উন্নতিকে বাদ দিয়া আত্মিক উন্নতি মানুষের জীবনকে করিয়া তোলে অবাস্তব ও অসামাজিক।

১৫

দেহ, মন, আত্মার সম্মিলনে যে গোটা মানুষ, যাহারা বিচরণ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিশাল পরিবেশ এবং মনোলোক ও আধ্যাত্মিকলোকের রহস্যময় অঙ্গনে, সেই মানুষের সকল সম্ভাবনার বাস্তবায়নই এই জীবন ব্যবস্থায় অভীষ্ট। ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই।

১৬

আল্লাহ ছাড়া নাই কোন উপাসনাই সুতরাং সবকিছুর উপর সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে একমাত্র আল্লাহর। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করিয়া ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিল কলেমার শাশ্বত বাণী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়া ইসলামী বিপ্লব সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্থ এবং সম্পদের সুষম বণ্টনও নিশ্চিত করিয়াছিল ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় যে নীতি ইসলামী বিপ্লবকে এক নূতন বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান করিয়াছিল, তাহা হইল ইসলামের পালনবাদ। ইসলামের মূলকথা হইল স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং স্রষ্টাকে লালন-পালন এবং বিবর্তন-কর্তা হিসাবে গ্রহণ করা।

১৭

ইসলামের যে শ্রেণী সংগ্রাম তাহা হইল শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম। শোষকের বিরুদ্ধে ইসলামের আপসহীন সংগ্রাম।

www.pathagar.com

১৮

শাসন করিয়া অন্যকে আদেশ প্রতিপালন করানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহার ফল খুব শুভ হয় নাই। আন্তরিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাহ্যিক চাপ শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করে। শাসনবাদে যে কর্তৃত্বের অহমিকা রহিয়াছে তাহা মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাসিত শাসককে দেখে সন্দেহের চোখে, সুযোগ পাইলেই শাসনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে।

১৯

বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, আন্তরিকতার মাধ্যমেই জনগণের হৃদয় জয় করিতে হয়।

২০

অস্ত্রের দ্বারা যে দেশ জয়ী হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী। বন্ধুত্ব ও আদর্শের দ্বারা যে দেশ জয় করা হয় তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘ।

২১

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রতিভূ হিসাবে মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করিবে, শাসনবাদকে করিবে পরিহার।

২২

ইসলামের মূল কথা হইল স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং স্রষ্টাকে লালন-পালন এবং বিবর্তনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করা।

২৩

আজ সারা বিশ্বের মানুষ শান্তি-শান্তি বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতেছে না কেন? একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, এখানেও নফসানিয়াত সুকৌশলে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমেরিকা চায় আমেরিকার মত করিয়া শান্তি। অপরপক্ষে, রাশিয়া শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় রুশদের দৃষ্টিকোণ হইতে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশগত স্বার্থে রূপান্তরিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। আমরা যদি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম ব্যক্তিগত অথবা দেশগত স্বার্থকে, আমরা যদি গ্রহণ করিতে পারিতাম পালনবাদের স্বভাব সুন্দর নীতি, তাহা হইলে শান্তি হয়ত সুদূর পরাহত হইত না।

www.pathagar.com

২৪

ইসলাম সকল মানুষকে – সে মুসলমান হউক বা না হউক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দান করিয়াছে।

২৫

বলা প্রয়োজন যে, হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের উদ্দেশ্যে আমরা আহুত আন্দোলন নতুন বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং ইহা সেই মহা-আন্দোলনেরই অংশ মাত্র, যাহার সূচনা করিয়াছিলেন বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদ (স) স্বয়ং, যাহা বিভিন্ন সময়ে দেশে দেশে অগণিত মুসলিম সংস্কারকের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েম হইলে অমুসলমানদের উচ্ছেদ করা হইবে বলিয়া ইসলামের দুশমনরা অপপ্রচার শুরু করিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে চাই যে, একমাত্র হুকুমতে রব্বানিয়াই সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং সকল প্রকারের শোষণ উচ্ছেদ করিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে। আল্লাহকে যে নামেই ডাকা হউক না কেন, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই পালন একমাত্র তিনিই করিতেছেন। রবুবিয়াতে সেই মহান আল্লাহরই পালনবাদ কায়েম হইবে, মানুষের শাসনবাদ নহে। সুতরাং সেখানে মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার থাকিবে, সে যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ আধ্যাত্মিক সাধনা ॥

১

যাহারা যাহা জানেনা, যাহারা যাহা বুঝেনা, তাহারা যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহাতে মনে দুঃখ নিওনা। মনকে মুর্শিদ প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না। মনে রাখিও জগতে রসুলের (স) সন্তুষ্টই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

২

সবকিছুর উর্ধ্বে মুর্শিদের ভালবাসাকে স্থান দাও, তবেই আল্লাহ্‌কে পাইবে। মনে রাখিও, আল্লাহ্‌র পথই মুর্শিদের পথ।

www.pathagar.com

৩

মনে রাখিও, লোহা কোনদিন আপনা আপনি অস্ত্রে পরিণত হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই কামার। স্বর্ণ কোনদিন নিজে নিজেই অলঙ্কার হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই স্বর্ণকার। মানুষ কোনদিন নিজেই বড় হইতে পারেনা, তাহার জন্য চাই ওস্তাদ।

৪

তুমি নিজের জন্য যাহা ভালবাস, অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ কর – তাহা হইলেই হিংসা বিদূরিত হইবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

৫

জগতে কে কি করে, কে কি বলে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। মনে রাখিও, মরণকালে মুর্শিদ ব্যতীত তোমার সাহায্যকারী কেহ নাই। মুর্শিদের সন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

৬

একজন মানুষ একজন মানুষের অগোচরে নিন্দা করিলে যেমন পাপ হয় তেমনি একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে হিংসা করিয়া মনে মনে তাহার অকল্যাণ কামনা করিলেও পাপ হয়।

৭

আমাদের দেশে অনেক পীর সাহেব একজন আর একজনকে দেখিতে পারেন না, মনে মনে হিংসা পোষণ করিয়া একজন আর একজনের ক্ষতি কামনা করিয়া নিজেরাই নিজেদের ইবাদতকে বরবাদ করেন।

অনেক মওলানা, মৌলভী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, উকিল মোক্তার, সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী, কর্মী এমনকি সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এই ব্যাধি বিরাজমান। মূর্খতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। এই বিদ্বেষমূলক সন্দেহ রোগ হইতেই বিভেদের সৃষ্টি হয় – ঝগড়া বিবাদের উদ্ভব হয়। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্য, সাম্য, শান্তি বিনষ্ট হয়, অশান্তির জন্ম হয়, মানব জীবন বরবাদ হয়। তাই কাহারো সহিত হিংসা করিবে না, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, সকলেই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি – কথাটি ভুলিয়া যাইবে না।

৮

রসুলকে (স) আগে চিন। আল্লাহ্ আদম (আ) মুহাম্মদের (স) ভেদ বুঝ। নিজেকে নিজে জান এবং ইবাদতে মগ্ন হও– তাহা হইলেই খোদাকে পাইবে।

www.pathagar.com

৯

কামুকের জীবন প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় আর প্রেমিকের জীবন অনন্ত অসীম। প্রেমের মৃত্যু নাই।

১০

প্রেমিকই প্রেমের মর্যাদা বুঝে, কামুক নহে।

১১

ফুলের মধু ভ্রমরই আহরণ করে– গরু, ছাগল, ভেড়া নহে।

১২

ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, মধুমক্ষিকা তাহার সন্ধান করিবেই। গুড়, চিনি যত উপরেই রাখ না কেন, পিঁপড়া তাহার খোঁজ লইবেই। মুক্তা সমুদ্রের যত গভীরেই থাকুক না কেন ডুবুরী তাহা আনিবেই। তেমনি যাহার মন মুর্শিদ প্রেমে উতলা হইয়াছে, সে দুনিয়ার শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুর্শিদের খোঁজ করিবেই।

১৩

চকমকি পাথর সমুদ্রের পানিতেই রাখ আর ডোবার পানিতেই রাখ, যখন ইচ্ছা তুলিয়া ঘর্ষণ দিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তেমনি প্রকৃত শিষ্য যেখানেই থাকুক না কেন, সদা তাহার প্রাণ গুরুপ্রেমে উতলা থাকিবেই।

১৪

তিনি সমুদ্রদ্বয়কে সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয় সমুদ্র হইতে তিক্ত ও মিষ্ট সুপেয় পানি পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, মণি মুক্তা নির্গত হইতেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকতা। ভাবুক হও, তবেই বুঝিতে পারিবে। ডুবুরী হও, তাহা হইলেই আহরণ করিতে পারিবে।

১৫

আমিত্বকে বিলীন করিয়া দাও, খোদার কাছে নত হও, তাহা হইলেই আসল সত্যকে জানিতে পারিবে।

১৬

আল্লাহর রাস্তায় কোরবান হও, ফানাফিল্লাহর আগুন দিয়া তোমার লোভ-লালসা ও অহঙ্কারকে চূর্ণ কর, তবেই দিল পরিষ্কার হইবে।

www.pathagar.com

১৭

দুঃখে অধীর হইও না, দুঃখই সুখ ভোগে তৃপ্তি দেয়।

১৮

অধিক সুখে আত্মহারা হইও না। সুখের পরে দুঃখের স্বাদ আরো ভয়াবহ ও তীব্র।

১৯

খুব ছোটও হইও না, আবার খুব বড়ও হইও না, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।

২০

জালেমের অত্যাচারে ভীত হইও না, জালেমের ধ্বংস অনিবার্য। মনে রাখিও হক পথে খোদা রাজী।

২১

খবরদার! অযথা কাহারেও নিন্দা করিও না, কাহারো সহিত হিংসা করিও না, হিংসার সমান পাপ নাই।

২২

আল্লাহর বান্দা হিসাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ সব ভাই সমভাবে বণ্টন করিয়া খাও। তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

২৩

মিথ্যাকে পরিত্যাগ কর, অন্যায়কে ঘৃণা কর, আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাস; তবেই তোমার অভীষ্টকে পাইবে।

২৪

বিপদে নিরাশ হইও না। আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট।

২৫

আত্মম্ভরী হইও না, মানুষের খেদমত কর। সকলের চেয়ে ছোট হও, তবেই খোদাকে পাইবে। মনে রাখিও, ছোট হইতে হইতে যখন ছোট হইবার আর কিছুই থাকে না তখনই এটমিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

www.pathagar.com

২৬

বাহিরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইও না। যাহার ভিতর সুন্দর নয় তাহাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিও না। মনে রাখিও যাহারা দুনিয়ারূপ মাকাল ফলে ও রং এ আত্মহারা!, তাহারা অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইবেই।

২৭

অন্ধকারে আলোর মৃত্যু ঘটেনা। তাহা হইলে অন্ধকার ঘরে 'সুইচ অন' করিলে আলো আসে কোথা হইতে? আলোতেও আবার অন্ধকারের মৃত্যু হয়না, তাহা হইলে দিনের বেলায় বন্ধ ঘর অন্ধকার হয় কেন অথবা দিনের আলোর চোখ বন্ধ করিলে অন্ধকারে হারাইয়া যাও কেন?

২৮

চোখ থাকিতে অন্ধ হও, কান থাকিতে বধির হও, রসনাকে সংযত কর, সাধনায় নিমগ্ন হও, তবেই কার্যসিদ্ধি হইবে।

২৯

একের ঘরে মনকে বসাও–অভীষ্টকে পাইবে।

৩০

যে যাহা বুঝেনা তাহাকে তেমন কথা বলিও না। যাহার মন মুর্শিদ-প্রেমিক নয়, তাহার কাছেও যাইও না।

৩১

লোকের মন্দ কথায় মন খারাপ করিও না, তুমি যদি সত্যিই খাঁটি হও, তবে তোমার পাপ-স্খলন হইবে।

৩২

সর্বদা পেট পূজা করিও না। মনে রাখিও পেট পূর্ণ থাকিলেই নফসের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

৩৩

দরিদ্রতাকে অভিসম্পাৎ দিওনা, কারণ আল্লাহর রসুল (স) দরিদ্রতার মধ্যেই দ্বীনের সন্ধান করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৩৪

যাহারা চোখ থাকিতে অন্ধ, তাহারা দেখিয়াও দেখিবেনা; আর যাহারা কান থাকিতেও বধির তাহারা শুনিয়াও শুনিবেনা। বৃথা তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিওনা।

৩৫

যাহারা ইহকালে অন্ধ তাহারা পরকালেও অন্ধ থাকিবে, অতএব ইহজগতেই পরজগতের পাথেয় সংগ্রহ কর।

৩৬

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে অবজ্ঞা করিও না, আল্লাহ্ রুষ্ট হইবেন।

৩৭

আল্লাহ্‌র নামে কোরবান হও। মনেরাখিও আল্লাহ্‌র দরবারে কোরবানীকৃত পশুর রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের ঈমান বা মনের বিশ্বাস।

৩৮

সন্দেহ রোগের মত রোগ নাই। আল্লাহর নামে জেকের কর। তবেই সন্দেহ সংশয় হইতে মুক্তি পাইবে।

৩৯

ব্যর্থতায় হতাশ হইওনা। ব্যর্থতাই সফলতার বাণী লইয়া আসে।

৪০

মুছিবতে পড়িয়াছ বলিয়াই আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাইওনা। মুছিবত দিয়াই মুর্শিদ তোমার ঈমানের পরীক্ষা করেন।

৪১

জিহ্বাকে সংযত কর, ক্রোধান্বিত হইওনা। কারণ তোমার পায়ের নিচেই মাটি, আর তুমিও মাটির তৈরি। অতএব মাটির মানুষের ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত নয়।

৪২

তুমি যাহা কর আল্লাহ সবই জানেন, তোমার কোথায় ভুল হইয়াছে নিজের বুকে হাত দিয়া অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, সবই জানিতে পারিবে। কারণ তোমার অন্তরই তোমার অন্তরের প্রকৃত খবর জানে।

www.pathagar.com

৪৩

নিজেকে কখনও বড় ভাবিও না, কারণ আল্লাহ্ ছাড়া জগতে আর কেহই বড় নাই।

৪৪

অকৃতজ্ঞ হইও না। সর্বদা আল্লাহর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁহার অপার মহিমায়, এক ফোঁটা অপবিত্র পানি হইতে তোমার প্রকাশ ঘটিয়াছে, একথা ভুলিয়া যাইওনা।

৪৫

অনুতপ্ত হও। অহঙ্কারী হইও না। অহঙ্কারী লোক খোদার দুশমন। আল্লাহ বলেনঃ, "অহঙ্কারী লোকদের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয়।" আল্লাহর রসুল (স) বলেনঃ, "কাহারও হৃদয়ে কণামাত্র অহঙ্কার থাকিলে সে বেহেশত পাইবে না।"

৪৬

সাবধান! কাহাকেও অবজ্ঞা করিওনা। আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যেই তাঁহার বন্ধুদের লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। তুমি যাহাকে ঘৃণার চোখে দেখিতেছ, তিনি আল্লাহ্র ওলিও হইতে পারেন। এখন তাঁহার বেলায়েত অপ্রকাশ থাকিলেও মৃত্যুর পর তাহা প্রকাশ হইতে পারে।

৪৭

বংশের বড়াই করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিওনা। ইহা তোমার আত্মার একটি বিদঘুটে রোগ। তোমার বংশের পরিচয় তোমার পিতার দেহের কয়েক ফোঁটা নাপাক পানি, এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার?

৪৮

তোমার বাবা বড় লোক, তোমার দাদার বংশ মর্যাদায় গৌরবান্বিত– এইগুলি শুনাইয়া লাভ কি? আমি জানিতে চাই তোমাকে, তোমার নিজের পরিচয়ে তুমি দাঁড়াও। তোমার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুন্দর হইলে আপনিই আমার মাথা নত হইবে।

৪৯

রুক্ষ মেজাজে কথা বলিও না। বিনয়ী হও, দিলকে নির্মল কর, চরিত্রকে সুন্দর কর। মনে রাখিও, নম্রতা আর বিনয়ই হইল মহত্ত্বের লক্ষণ।

www.pathagar.com

৫০

কোন জিনিসকেই নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিও না। নিকৃষ্টতম হইতেই উৎকৃষ্টের আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

৫১

অপরের সুখে ঈর্ষান্বিত হইও না, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি নিজের মনের আগুনে নিজেই জ্বলিয়া পুরিয়া মরে।

৫২

আল্লাহ্‌র বন্ধুকে বন্ধু, আল্লাহ্‌র শত্রুকে শত্রু মনে কর। তোমার মুর্শিদের যাহারা কুৎসা রটাইতে ভালবাসে, বিদ্রূপ করিয়া সুখী হয়, তাহাদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন কর।

৫৩

মহৎ লোককে সম্মান কর, তাহা হইলে তুমিও সম্মান পাইবে।

৫৪

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অস্ত্রের দ্বারা তোমার দিলের আগাছা পরিষ্কার কর, তোমার মনের জমিতে সুফল ফলিবে।

৫৫

সকল বস্তুই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এবং সব মানুষই আল্লাহর দাস এবং সব দাসই ভাই-ভাই। অতএব তুমি যাহা সৃষ্টি করিতে পারনা তাহা লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিওনা। একাত্ম হও, সমতা স্থাপন কর, তাহা হইলেই শান্তি আসিবে।

৫৬

হে নিন্দুক, অপরের নিন্দা করিয়া জীবনকে বরবাদ করিলে! তোমার নিজের দোষগুলির প্রতি তাকাও। মনে রাখিও, যে ব্যক্তি অন্যের ছিদ্রান্বেষণ এবং অনিষ্ট কামনা করে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না।

৫৭

অন্যায়ের প্রতিবাদ কর। যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয়, তাহার সম্মুখেই বীরের মত বল, ভীরু কাপুরুষের মত কাহারও অজ্ঞাতে কিছু বলিও না।

www.pathagar.com

৫৮

যাহারা তোমার সম্মুখে একরূপ আবার পশ্চাতে অন্যরূপ কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই মোনাফেক। মোনাফেক লোক আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর রসুলের (স) দুশমন তথা মানব জাতির দুশমন।

৫৯

শেরেক করিও না। স্বার্থের নেশায় সম্পদশালীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইও না, ইহাও এক প্রকার শেরেক। 'আমার বাড়ী', 'আমার গাড়ী', 'আমার সম্পদ', 'আমার ইহা', 'আমার উহা', এইরূপ শুধু 'আমার' 'আমার' করিও না। প্রকৃতপক্ষে তোমার। কিছুই নহে, তুমিও তোমার নহ, সবই আল্লাহ্‌র।

৬০

তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও। মুর্শিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তবেই নাজাত পাইবে।

৬১

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত পালন কর। কিন্তু সর্বদা মুর্শিদের প্রতি ঈমানকে মজবুত রাখিও। কারণ আল্লাহ তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেন।

৬২

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিও না। ঝগড়া করা কুকুরের স্বভাব। এক কুকুর আর এক কুকুরকে দেখিতে পারে না।

৬৩

আল্লাহ ব্যতীত কাহারো নিকট মাথানত করিও না। সুখে-দুঃখে আল্লাহর সাহায্যই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৬৪

পরমুখাপেক্ষী হইও না- আল্লাহর মুখাপেক্ষী হও। মনে রাখিও, একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও উত্তম সাহায্যকারী।

৬৫

আল্লাহ যাহার সাহায্যকারী তাঁহার ভয় নাই। দুই দিন আগেই হউক আর পরেই হউক শত্রু তাঁহার পদানত হইবেই।

www.pathagar.com

৬৬

আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিওনা, তোষামোদকারী হইও না, তোষামোদকারীর কোন আত্মসম্মান নাই।

৬৭

অহংকার-গর্বকে চূর্ণ করিয়া দেওয়াই জ্ঞান আহরণের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬৮

দৃষ্টিকে সংযত কর, মনকে মুর্শিদ-প্রেমিক কর। আল্লাহর ধ্যানে নিয়োজিত হও, তবেই কামিয়াব হইবে।

৬৯

হতাশ হইও না। নিরাশ হইবার কিছুই নাই। আল্লাহ তোমার সঙ্গেই আছেন। মনে রাখিও, সূর্যের সহিত আলোর যে সম্পর্ক আল্লাহর সহিত তাঁহার বান্দারও সেইরূপ সম্পর্ক।

৭০

মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হইও না। সকল প্রকার প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক্। মাটির মানুষের প্রশংসিত হওয়া সাজে না। যখন কেহ তোমার প্রশংসা করে তখন তোমার নিজের অপ্রকাশিত দোষগুলির কথা চিন্তা করিও, তবেই এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

৭১

তুমি যাহা নও তাহাই বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে আনন্দিত হয়, আবার যাহা প্রকাশ হইবার ভয়ে তোমার হৃদয় সদা শঙ্কিত তাহাই বলিয়া কেহ তিরস্কার করিলে দুঃখিত হও। কারণ তোমার অন্তরই তোমার পাপের খবর ভাল জানে।

৭২

কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় তোমাকে যাইতে হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। দুনিয়ার স্বপ্নরূপ গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিও না। তুমি দেহরূপ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়াছ। তোমার গন্তব্যস্থল অনেকদূর। শুধু ঘোড়ার যত্নে সময় কাটাইও না। নফ্সের অনুগমন করিও না। আল্লাহ্ বলেনঃ, "যাহারা নফ্সকে দমন করিতে পারিতেছে, বেহেশ্তই তাহাদের বাসস্থান।"

www.pathagar.com

৭৩

তোমরা যদি আগুন আর পানিকে একত্রে রাখিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে দুনিয়ার ভালবাসাকে আল্লাহর ভালবাসার সহিত স্থান দাও, অন্যথায় আল্লাহর দিকেই ফিরিয়া আস। কারণ এক খাপে দুইটি তলোয়ার রাখা সম্ভব নয়, একটি রাখাই সম্ভব।

৭৪

বিলাসিতার দিকে আকৃষ্ট হইও না। পেটের তৃপ্তির জন্য যতটুকু খাদ্যের, লজ্জা নিবারণের জন্য যতটুকু বস্ত্রের প্রয়োজন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, ইহাই দ্বীনের পথ।

৭৫

কোন পথিক যদি রাস্তার চারিপাশের সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়া পথচলা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে? দুনিয়া তোমার জন্য একটি পান্থশালা। এখানে মাত্র কয়েকদিনের অবস্থানের জন্য তোমাকে পাঠানো হইয়াছে। যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমার আয়ু বাড়াইতে পারিবে না। যতই দুনিয়ার মহব্বত কর না কেন, সে তোমাকে ধরা দিবে না– তোমাকে রিক্ত নিঃস্ব করিয়া খালি হাতে বিদায় দিবেই। মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসিবে না। অতএব, পথে বিলম্ব করিও না। সময় নাই শীঘ্র চল।

৭৬

দুনিয়া হইতেছে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির মত। তাহা যতই পান করিবে ততই তোমার পিপাসা বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া মারা যাইবে। তেমনি যতই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইবে মৃত্যুকালে ততই কষ্ট পাইবে।

৭৭

সত্যকে জানিয়াই স্তব্ধ হইও না, হৃদয় দ্বার বন্ধ করিয়া দিও না। ইহার পরেও কোন মহা সত্য থাকিতে পারে, তাহাকে জানার চেষ্টা কর, মহাসত্যের পরেও আবার কোন অমর জীবনের অনন্ত স্বাদ থাকিতে পারে তাহার প্রতি অগ্রসর হও।

৭৮

তোমার হৃদয়-দ্বারকে বিশ্বের দরবারে উন্মুক্ত করিয়া ধর, জগতের আলো হাওয়া প্রবেশ করিলে তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে।

৭৯

মনকে সংকীর্ণ করিও না। সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেল। বিচিত্র স্বাদ পাইবে।

www.pathagar.com

৮০

তোমার নফসকে হেফাজত কর। আল্লাহর রসুল (স) বলিয়াছেনঃ, "যে ব্যক্তি নিজের নফস ও জিহ্বার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, আমি তাহার বেহেশত প্রাপ্তির ভার গ্রহণ করিতে পারি।"

৮১

তোমাকে আল্লাহ্ পাক যে আমানতের ভার দিয়াছেন তাহার খেয়ানত করিও না। খেয়ানতকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। অতএব তোমার কোন আমানতের হিসাব হইবে সময় থাকিতেই তাহা মুর্শিদের নিকট হইতে বুঝিয়া লও, নফসের মুখে সংযমের লাগাম পরাও, সর্বদা মুর্শিদকে ইয়াদ রাখ, আখেরাতে নাজাত পাইবে।

৮২

আল্লাহকে জানিয়া শুনিয়া ইবাদতে মগ্ন হও, তবেই কামিয়াব হইবে। মনে রাখিও, অন্ধের মত আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া লাভ নাই, ইহাতে ঈমানের দৃঢ়তা থাকে না।

৮৩

এমনভাবে ইবাদত কর, আল্লাহ ব্যতীত কেহ যেন জানেনা, এমনভাবে দান কর, লোকে যেন না বুঝে। মনে রাখিও, লোক দেখানো ইবাদত ও দান উভয়ই নিন্দনীয় এবং আল্লাহর অপছন্দনীয়। লোক দেখানো দান এবং ইবাদত মানুষের অন্তরে রিয়ার সৃষ্টি করে। রিয়াকারীকে আল্লাহ ভাল বাসেন না।

৮৪

লোকের উপর প্রভাব খাটাইবার জন্য জ্ঞান অর্জন করিও না। অতিরিক্ত সম্মান অর্জনের জন্যও ইবাদত করিও না। যাহারা সম্মান অর্জনের জন্য, লোকের উপর প্রভাব খাটাইবার জন্য এবং ধন-সম্পদ আহরণের জন্য জ্ঞান অর্জন করে ও ইবাদতে মশগুল হয়, আল্লাহ্ তাহাদের পছন্দ করেন না। অতএব, যাহা কিছু কর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কর, তাহা হইলেই মুক্তি পাইবে।

৮৫

তোমার সৃষ্টিকর্তা হিসাব গ্রহণে পারদর্শী। একটি সরিষার কণাও যদি কোন পাহাড়ের পাথরের নিচে চাপা পড়িয়া থাকে, তাহাও তিনি বাহির করিয়া আনিবেন। তুমি নিজের উপর নিজে জুলুম করিও না। তোমার প্রতিপালক অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল। অতএব অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

www.pathagar.com

৮৬

অত্যাচারী হইও না, কাহারও উপর জুলুম করিও না। খোদার খোদায়িত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া ফিরআউন নমরুদের অনুসারী হইও না, তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৮৭

দেখ, জিহ্বা তোমাদিগকে ভাল খাবারের প্রতি, চোখ সুন্দর জিনিসের প্রতি, কান সুললিত সুর সঙ্গীতের প্রতি সর্বদা আকর্ষণ করিতেছে। সাবধান! রিপুর তাড়নায় পথভ্রষ্ট হইও না।

৮৮

আল্লাহ্‌র ভাব ব্যতীত কোন ভাবেই মুগ্ধ হইয়া যাইও না। দুনিয়ার সব ভাবকেই হৃদয়ঙ্গম কর, অনাবিল আনন্দ পাইবে।

৮৯

জেহাদ কর—আত্ম-জেহাদ। নিজের নফসের সহিত জেহাদ কর। যে ব্যক্তি জগৎকে জয় করিল, কিন্তু নিজেকে জয় করিলনা, তাহার বীরত্বে মুর্খরাই মুগ্ধ হয়। আসলে সে কাপুরুষ ও ভীরু। মনে রাখিও, যুদ্ধে জয়লাভ করার চেয়ে নিজেকে জয় করা আরও কঠিন।

৯০

নিজেকে জয় কর, জগৎ তোমার পদানত হইবে। দুনিয়াবির পিছনে ঘুরিওনা, দুনিয়াই তোমার পশ্চাতে ঘুরিবে।

৯১

অলস হইওনা, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ কর। মনকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখ। মনে রাখিও, কাপুরুষ, ভীরু ও ক্লীবরাই অলস জীবন যাপন করে। অলস লোকের প্রতি খোদা নারাজ।

৯২

আল্লাহপাকই তোমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, রিজিকদাতা। অতএব কাহাকে ভয় পাইতেছ? আল্লাহ ছাড়া কাহাকেও তোয়াক্কা করিও না। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। মনে রাখিও, "যাহারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তাহাদের কাজের জন্য যথেষ্ট।"

www.pathagar.com

৯৩

বেয়াদবি করিও না। বেয়াদবের আল্লাহ-রসুল (স) নাই।

৯৪

বড়দের সম্মান কর, তাহা হইলে তুমিও বড় হইলে সম্মান পাইবে।

৯৫

মৃত্যু চিন্তা কর, পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পাপ কাজ হইতে বিরত রাখে। আল্লাহর রসুল (স) বলেনঃ, যাহারা দিবা-রাত্রিতে বিশবার মউতের কথা স্মরণ করে তাহাদের উত্থান শহীদের দলে হইবেই।

৯৬

আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত করেন, তাহাকে দুনিয়ার কোন শক্তিই পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। অতএব তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধর।

৯৭

তুমি যে স্রষ্টার সাহায্য ব্যতীত কত অসহায় তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ, তুমি অস্তিত্বহীন অথচ আল্লাহর কুদরতেই আবার অস্তিত্ববান। অতএব, মোরাকাবায় বসিয়া তোমার নফসের নিকট তোমার নিজের কাজের কৈফিয়ত চাও। নফসকে তিরস্কার কর, ধিক্কার দাও। মুর্শিদের দিকে মনকে রুজু কর, মুর্শিদ রাজী হইলে খোদাকে অবশ্যই পাইবে।

৯৮

ভাল ও মন্দ উভয়ই তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আসে। আর তোমার প্রতিপালক এই উভয়ের সংমিশ্রণেই তোমার ঈমানের পরীক্ষা করেন। অতএব তক্‌দিরের উপর আস্থাশীল হও। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ যখন যাহা তোমার উপর আপতিত হয় উভয়কেই স্বাগতম জানাও। কিন্তু লক্ষ্য সর্বদা ভালোর দিকে রাখিও, মনকে ঠিক রাখিও, ঈমানের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিও।

৯৯

জিহাদ ও দরিদ্রতা–এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য আকাশ আর জমিন। তোমার কিছুই নাই– তাই অভাবের তাড়নায় অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছ, দুনিয়ার পিছনে ঘুরিয়া মরিতেছ। ইহারই নাম দরিদ্রতা ও হীনতা। আবার যিনি ঐশ্বর্য সম্পদ থাকিতেও সুখের মুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবাসেন, দুনিয়াই তাঁহার পিছনে ঘুরিয়া মরিতেছে অথচ দুনিয়ার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। ইহারই নাম জিহাদ ও দ্বীনতা। অতএব, দ্বীনের পথে জিহাদ কর।

www.pathagar.com

১০০

খামুস হও! ক্ষমতা থাকিতেও যিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না, সম্পদ থাকিতেও যিনি বিনম্র থাকেন, তিনিই দ্বীনের উপযোগী।

১০১

কাহারও সুখে দুঃখিত হইওনা। কাহারও দুঃখে মনে আনন্দ অনুভব করিওনা। আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দার সুখ সম্পদ দেখিয়া যাহার মনে কষ্ট হয়, তাহারা যেন আমার রহমতের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।"

১০২

যাহারা সুখের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের স্বভাব কুকুরের মত, কুকুর খাবারের লোভে এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

১০৩

সুফীর মিশনের কামিয়াবি আসে তাঁহার তিরোধানের পর।

১০৪

রুহানী তাকত ছাড়া সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ শিক্ষা সম্বন্ধে ॥

১

প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থাই কোন না কোন জীবন-ব্যবস্থা তথা জীবনদর্শনের অনুসারী। শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন জীবনদর্শনের স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটে, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে জীবন-ব্যবস্থার নির্মাণে ও বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

২

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি ছাড়া বৈষয়িক উন্নতি মানুষকে অন্ধ করিয়া তোলে, আবার বৈষয়িক উন্নতিকে বাদ দিয়া আত্মিক উন্নতি মানুষের জীবনকে করিয়া তোলে অবাস্তব ও অসামাজিক। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও পরিপূর্ণতার জন্য

www.pathagar.com

সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপই যেহেতু ইসলামে, তাই ইসলামই খাঁটি অর্থে বিজ্ঞান সম্মত জীবন-ব্যবস্থা। এই জীবন-ব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণ-মানুষ, যাহার বিচরণ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিশাল পরিবেশে এবং মনোলোক ও অধ্যাত্ম্যলোকের রহস্যময় অঙ্গনে, সেই মানুষের সকল সম্ভাবনার বাস্তবায়নই এই জীবন-ব্যবস্থার অভীষ্ট। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই।

৩

অজ্ঞতার কারণে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, ভাষাগত, বর্ণগত বিভেদের যেসব প্রাচীর সৃষ্ট হইয়া আছে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ স্রষ্টার একত্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয় মানব জাতির একত্ব। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসের মতই মানব জাতির একত্বে বিশ্বাসও যেহেতু ইসলামের একটি মূল সূত্র, তাই বাস্তব জীবনে এই বিশ্বাসের তাৎপর্য উপলব্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য যে গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন, তাহার অনুপ্রেরণাও উপরোক্ত বিশ্বাস হইতে মিলে। এই ভাবে উদার অন্বেষার মাধ্যমে সংসার ও অজ্ঞতার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া, বিভেদের সব প্রাচীর গুঁড়াইয়া দিয়াই স্থাপিত হইতে পারে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আর এইভাবেই "বিশ্বের সকল মানুষ মিলিয়া একটি মাত্র জাতি" – আল-কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবতায় মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে আমাদের জীবনে। বস্তুত এই জিজ্ঞাসা ও অন্বেষাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম মৌল প্রেরণা।

৪

অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষায় কেবল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরই অধিকার রহিয়াছে। ইসলাম একটি সর্বজনীন ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজা, বাদশা, সুলতান ও ধনিকদের কল্যাণে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ইসলাম আজ নামাজ-রোজা সর্বস্ব পারলৌকিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ভিতর বিদ্যমান। বস্তুত এই আনুষ্ঠানিক ইসলাম আমাদের মনগড়া ইসলাম, আল্লাহর মনোনীত মানব প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামে আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন সমগ্র বিশ্বের লালন-পালন ও বিবর্তন কর্তা, ইসলামের নবী, রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ ও রহমত এবং ইসলামী জীবন আদর্শ মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত স্বাভাবিক জীবন-বিধান। কাজেই, শুরুতেই আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, ইসলামী শিক্ষার অর্থ অধুনা প্রচলিত মনগড়া ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা নয়, বরং ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা

www.pathagar.com

প্রশাখার অনুশীলনই ইসলামী শিক্ষা, ইসলাম বিষয়ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই শিক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত।

৫

ইসলাম মনে করে মানুষ হইতেছে আশরাফুল মখ্‌লুকাত্ বা সৃষ্টির অভিজাত। সে জন্মগ্রহণ করে অনন্ত সম্ভাবনা নিয়া, এই সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে এইসব সম্ভাবনার বাস্তবায়নে সাহায্য করা, প্রতিটি মানুষের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা। এইসব সুপ্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিই হইবে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৬

ব্যক্তির প্রতিভা যাহাতে তাহার জীবনধারণের সহায়ক হয়, সে জন্য তাহার আত্মিক ও মানসিক গুণাবলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব প্রতিভা অনুযায়ী উৎপাদন মূলক কাজে শৈশব হইতেই প্রস্তুতির প্রয়োজন। এইভাবে ব্যক্তির দেহ-মন-আত্মা সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইলে সে সত্যিকার মানুষ হইয়া উঠে। বস্তুত প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৭

ইসলামী শিক্ষা কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয় নির্দ্বিধায় এই দাবি করা যাইতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বজনীন, জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত।

৮

ইসলামী জীবনদর্শনের একটি মৌলিক প্রত্যয় এই যে, আলো-হাওয়ার মতই জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানব জাতির জন্য আল্লাহর অকৃপণ দান তাঁর খাস রহমত। ইহাতে সকলেরই রহিয়াছে জন্মগত অধিকার। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জাতি বা ভাষাগত কোন ভেদাভেদের প্রশ্ন তুলিয়া কাহাকেও এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। ইসলাম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে, 'লা ইক্‌রাহা ফী-দ্বীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই, 'লাকুম-দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন' – তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য। কাজেই পরমতসহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানই ইসলামী জীবন-দৃষ্টির অন্যতম মৌল প্রত্যয়, সাম্প্রদায়িকতার কোন অবকাশ ইহাতে নাই।

www.pathagar.com

৯

ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে সুন্দর অর্থাৎ সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টি করা। আচারে, ব্যবহারে শিক্ষায়, দীক্ষায়, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কলুষতা ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া চলে, সেই হইল সুন্দর মানুষ।

১০

তত্ত্বজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া সমাজ হইতে আলাদা একটি পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শ্রেণীটি কোন কিছু উৎপাদন না করিয়াই ভোগ করে নির্লজ্জভাবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরনের কোন পরগাছা সৃষ্টি হইতে দিবে না। এই শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীরই নিবিড় সম্পর্ক থাকিবে দেশের মাটির সহিত, কোন শ্রমকেই তাহারা হেয় বা ঘৃণা মনে করিবে না। বস্তুত শ্রমের বিনিময়েই পাইবে তাহারা উৎপাদিত সম্পদে নিজেদের যথোপযুক্ত অধিকার।

১১

অন্যায় বা অসত্যের সহিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কেহ কখনও আপস করিবে না। তাহারা হইবে সত্যের পূজারী, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য প্রাণপাত করিতে তাহারা দ্বিধা করিবে না। তাহারা হইবে সত্যের নির্ভীক সৈনিক। যে কোন অনাচার, অত্যাচার বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাহারা যাহাতে সব সময়ই রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে মনোবল ও চরিত্রবলই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করা হইবে।

১২

ইসলাম আসিয়াছে নির্যাতিত মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনায়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মহান মন্ত্র তাই ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম হইতেই আহরণ করিবে। অত্যাচারী বা শোষককে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করেন না। দ্ব্যর্থহীনভাবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে আল্ কোরআনে। আল্-কোরআনের মন্ত্রে দীক্ষিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাই জালেমদের বিরুদ্ধে চালাইয়া যাইবে আপসহীন সংগ্রাম।

১৩

সুস্থ দেহ ব্যতিরেকে সুস্থ মন গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই দৈহিক প্রশিক্ষণ হইবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি অবশ্য পাঠ্য। তাহা ছাড়াও দেশীয় নানা রকম খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করা হইবে। বেসামরিক প্রতিরক্ষাতেও তাহারা নিজেদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির ব্যবস্থাও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবে।

www.pathagar.com

৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্যতামূলকভাবে কোরআন ও হাদিসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা যা সর্বযুগে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ সাধন করিবে– তাহা রপ্তও করিবে। আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় ইসলামী শিক্ষা তাহা নহে। তাই কোরআন হাদিসের মৌলিক বিষয় এবং ইসলামী জনতার ইতিহাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সঙ্কীর্ণমনা করিবেনা, কুপমন্ডুক হইতে দিবেনা। তাহারা হইবে আবুজর গিফারীর মত প্রতিবাদকারী, হযরত আলীর ন্যায় জ্ঞান-পিপাসু, গাজী সালাহ উদ্দীনের মতই মুজাহিদ এবং ইমাম আবু হানিফার ন্যায় শহীদ। তাহারা আব্রাহাম লিঙ্কনকে শ্রদ্ধা করিবে, মাও-সেতুঙকে ক্ষেত্রবিশেষ অনুকরণও করিবে। সকল উদারতা লইয়া তাহারা মানুষকে এবং মানুষের কল্যাণমুখী শিক্ষাকে বড় করিয়া দেখিবে।

১৫

আমি বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে হতাশ হইয়াছি। তাঁহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাহেন, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্ধ হইয়া যাইবে– কাহাকেও মাথায় তুলিয়া নাচিবে, আবার কাহাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। সোজা কথায়, ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞ থাকিয়া যায়, মুর্খতার স্বভাব লাভ করিয়া যায়। দ্বিতীয়ত আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, গণচেতনা ও গণ আন্দোলনের সাথে সাথে আগামী দিনের জন্য ত্যাগী পুরুষ গড়িয়া তোলা দরকার। তাহারা শুধু ত্যাগীই নয়–সাধকও। তাহারাই চিন্তাবিদ, তাহারাই কর্মী, তাহারাই নেতা। এমন পুরুষই সমাজের জন্য কাম্য বটে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবের জন্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, এহেন পরিবেশও বজায় রাখিতে হইবে। বাংলাদেশের জন্য তেমন ত্যাগী, চিন্তাবিদ আজ যে কত জরুরি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার জানা নাই।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ইবাদত ও প্রার্থনা ॥

নামাজ রোজা

১

আল্লাহর দোস্ত আমাদের দোস্ত। আল্লাহর দুশমন, আমাদের দুশমন।

২

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ঃ (১) শরিয়ত (২) তরিকত (৩) হাকিকত (৪) মারিফত ও (৫) জিহাদ।

৩

তোমরা শরিয়তকে মানিয়া চলিও। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িও–নামাজ যাহাতে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে পরিণত না হয় তৎপ্রতি নজর রাখিও। রাব্বুল-আলামীনকে হাজির-নাজির জানিয়া তাঁহার প্রতি মনকে রুজু রাখিয়া নামাজ আদায় করিও। তোমাদিগের আল্লাহকে তোমরা ঠিক করিয়া লও। তৎপর বুঝিয়া-সুঝিয়া সেই অদ্বিতীয় আল্লাহপাকের নিকট নিজেকে সমর্পণ কর। অনুমানে, মনের খেয়াল খুশিমত কোন কাজ করিও না। অনুমানের প্রার্থনা নিষ্ফল হয়। উহাতে ঈমানের দৃঢ়তা থাকেনা। অতঃপর তোমরা মারিফাতকে শরিয়াতের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিও। তোমাতে যাহা বিদ্যমান তাহা যেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত প্রকাশ হইয়া না পড়ে– তোমার নফস কিন্তু তোমাকে প্রতারণা করিবে–যশ লিপ্সায় উদগ্রীব করিয়া তুলিবে, সুনাম ও সম্মান চাহিবে–তোমাকে নামাজ হইতে রোজা হইতে শরিয়াতের হুকুম-আহকাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিবে অথবা নামাজ রোজাকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিতে তৎপর হইয়া উঠিবে। সাবধান! খুব সাবধান! খুব সাবধান! – নামাজ রোজা যাহাতে নিষ্ফল ক্রিয়ায় পরিণত না হয় তজ্জন্য তোমার প্রভুকে নির্দিষ্ট জানিয়া প্রার্থনা করিবে।

নামাজ– তোমার মনের নামাজ পড়িবে। রোজা– তোমার নফ্সের মুখে সংযমের লাগাম পরাইয়া রাশ টানিয়া ধরিবে। তোমার চোখের, তোমার কানের, তোমার জিহ্বার, তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং তোমার মনের রোজা রাখিবে। উহাই আসল। শুধুমাত্র সারাদিন পানাহার বন্ধ রাখিলেই রোজা হয় না, ইহা সর্বদা মনে রাখিবে। তোমার প্রভুর নিকট তোমার প্রার্থনার বিনিময়ে শুধুমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি

www.pathagar.com

কামনা করিও, অন্য কিছু চাহিও না। কারণ তোমার জন্যে কি যে ভাল আর কি যে ভাল নয়, তাহা তুমি সত্যি সত্যিই জান না। প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের সুখের জন্য, নিজের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তোমার প্রার্থনা করা উচিত নহে। তোমার প্রভু যদি তোমার দুঃখের মধ্যেই তোমার কল্যাণ রাখিয়া থাকেন তবে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিবে কেন?

খোদাকে ডাক, তোমরা নিঃস্বার্থভাবে ডাক, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডাক, কৃতজ্ঞতার সহিত ডাক, মনে-প্রাণে ডাক, প্রকাশ্যভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে সর্বদা তাহাকে চুপি চুপি ডাক, মুহূর্তের জন্যও গাফিল হইও না – ইহা তোমার জন্য ক্ষতিকর। আমি আবার বলিতেছি–খবরদার! তোমার প্রার্থনার বিনিময়ে আল্লাহ পাকের নিকট কিছু চাহিওনা, চাহিও শুধুমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি। বেহেশতের আশায় হুর-গেলেমানের লোভে, দোজখের ভয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিওনা। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন, যাহারা বেহেশতের আশায় আর দোজখের ভয়ে ইবাদাত করে, তাহাদের মত ভ্রান্ত আর কে আছে? অতএব, হে মুমিনগণ–তোমরা তওবা কর। শরিয়াতের বিধানকে মান্য কর। স্রষ্টার রহস্যের সন্ধানে মনকে নিবিষ্ট কর। শরিয়াতের আবরুর অন্তরাল থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হইলেই তাঁহাকে পাইবে। আমি আবার বলিতেছি–সাবধান! শরিয়তের বিধানকে মান্য করিও, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হইও। রবুবিয়াতের বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ ও সংগ্রাম করিও। মনে রাখিও, আল্লাহ পাক তোমার অন্তরের খবর জানেন– তিনি লোক দেখানো দান ও প্রার্থনা পছন্দ করেন না। আল্লাহর নিকট নামাজ-রোজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ পৌঁছায় না– পৌঁছে তোমাদের ঈমান।

অতএব, তোমরা ঈমানদার হও। মুনাফিকী ছাড়। অন্তরে অসত্য অথচ বাহিরে সত্যের ভূষণ পরিহিতরাই সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভুলিয়া যাইও না।

www.pathagar.com

ISBN 984 8613 76-5
9 789848 613764